পঞ্চদশ পারা

টীকা-১. সূরা বনী ইস্রাইল। এর অপর নাম 'সূরা ইস্‌রা' এবং 'সূরা সুবহান'ও। এ সূরা মক্কী; তবে আটটি আয়াত وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ থেকে نَصِيْرًا পর্যন্ত মক্কী নয়। এই অভিমত হযরত ক্বাতাদাহ্‌র। ইমাম বায়দাভী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এ সূরা সম্পূর্ণটাই মক্কী। এ সূরায় ১২টি রুকূ', ১১০টি আয়াত বসরীদের মতে, ১১১টি আয়াত কুফরাদের মতে, ৫৩৩টি পদ এবং ৩৪৬০টি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. পূত পবিত্র তাঁর সত্তা সব ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে,

টীকা-৩. 'মাহবূব' মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৪. মি'রাজের রাতে

টীকা-৫. যার দূরত্ব চল্লিশ 'মন্‌যিল' অর্থাৎ সোয়া এক মাসেরও অধিক পথ,

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে উচ্চ মর্যাদাসমূহ ও উন্নত স্তরসমূহ লাভ করলেন তখন মহামহিম প্রতিপালক সম্বোধন করলেন, "হে মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! এই মর্যাদা ও সম্মান আমি আপনাকে কেন দান করেছি?" হুযূর (দঃ) আরয করলেন, "এ জন্য যে, আপনি আমাকে আব্‌দিয়াত সহকারে (বান্দা হিসেবে) নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।" এ প্রসঙ্গে এ বরকতময় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৬. ধর্মীয়ও, পার্থিবও। কেননা, ঐ পবিত্র ভূমি হলো ওহীর অবতরণস্থল, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর ইবাদতের স্থান, তাঁদের অবস্থানস্থল এবং ইবাদতের ক্বিবলা।

সূরাঃ ১৭ বনী ইস্রাঈল | ৫১১ | পারাঃ ১৫

সূরা বনী ইস্রাঈল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা বনী ইস্রাঈল মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১১ রুকূ'-১২

রুকূ' - এক

১. পবিত্রতা তাঁরই জন্য (২), যিনি আপন বান্দা (৩)-কে রাতারাতি নিয়ে গেছেন (৪) মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত (৫), যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি (৬), যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ দেখাই; নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

মানযিল - ৪

আর অসংখ্য নদী-নহর ও গাছপালা দ্বারা ঐ ভূমি সবুজ-সজীব এবং ফলমূলের আধিক্যের কারণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তম স্থান।

মিরাজ শরীফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের এক অনন্য মু'জিযা ও আল্লাহ তা'আলার এক মহান অনুগ্রহ। এ থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা অলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ঐ পরিপূর্ণ নৈকট্যপ্রাপ্তির বিষয় প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে অর্জিত হয়নি।

নবূয়তের দ্বাদশ সালে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ দ্বারা ধন্য হন। মাস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে; কিন্তু প্রসিদ্ধতম অভিমত হচ্ছে– ২৭শে রজব মি'রাজ হয়েছিলো।

মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর, রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া 'ক্বোরআনের স্পষ্ট উদ্ধৃতি' (نَصّ قُرآنِى) থেকে প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফির। আর আসমানসমূহের ভ্রমণ ও নৈকট্যের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছা নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, যে গুলো 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির'-এর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এর অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

মি'রাজ শরীফ জাগ্রতাবস্থায়– শরীর ও রূহ মুবারক উভয়টি সহকারে সংঘটিত হয়েছে। এটিই অধিকাংশ মুসলমানের আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস। রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে এক বিরাট দল এবং হুযূরের শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ এতেই বিশ্বাসী। সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত অর্থ সম্বলিত ক্বোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকেও এটি বুঝা যায়।

ভ্রান্ত চিন্তাধারার দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারনা (এ প্রসঙ্গে) নিছক বাতিল। আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় দৃঢ়-বিশ্বাসীদের সামনে উক্ত সব সন্দেহ নিছক অবাস্তবই।

হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালামের 'বোরাক্ব' নিয়ে হাযির হওয়া, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনপূর্বক আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাওয়া, 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নবীগণের ইমামতি করা, অতঃপর সেখান থেকে আসমানসমূহের ভ্রমণের প্রতি মনোনিবেশ করা, জিব্রাঈল আমীনের প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলানো, প্রত্যেক আসমানের উপর সেখানে অবস্থানরত উচ্চ মর্যাদাশীল নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হওয়া ও হুযূর (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা ও তাঁর শুভাগমনের জন্য মুবারকবাদ জানানো, হুযূর (দঃ)-এর এক আসমান থেকে অপর আসমানের দিকে ভ্রমণ করা, সেখানকার

আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করা, সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্তদের ঐ চূড়ান্ত গন্তব্যস্থান 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা'য় পৌঁছা, যেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন নৈকট্যধন্য ফিরিশ্‌তারও অবকাশ নেই, জিব্রাঈল আমীনের সেখানেই আপন অপারগতার জন্য ক্ষমা চেয়ে থেকে যাওয়া, অতঃপর বিশেষ নৈকট্যের স্থানে হুযূর (দঃ)-এর উন্নতি করা ও ঐ উচ্চতম নৈকট্যে পৌঁছা, যেখানে কোন সৃষ্টির কল্পনা, ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, সেখানে করুণা ও দয়ার অবতরণস্থল হওয়া এবং আল্লাহর পুরস্কারাদি ও বিভিন্ন বিশেষ গুণাবলী লাভ করে ধন্য হওয়া, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং তদপেক্ষা উত্তম জগতেরও জ্ঞানসমূহ লাভ করা, উম্মতদের জন্য নামায ফরয হওয়া, হুযূরের সুপারিশ করা, জান্নাত ও দোযখের পরিভ্রমণ, অতঃপর আপন স্থানে পুনরায় তাশরীফ নিয়ে আসা, উক্ত ঘটনার খবর দেয়া, কাফিরদের এর উপর হৈ চৈ করা, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ইমারতের অবস্থা ও সিরিয়া গমণকারী কাফেলাসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে হুযূর (আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা, হুযূর (দঃ) এর সব কিছুই বলে দেয়া, কাফেলাগুলোর যে সব অবস্থা হুযূর বর্ণনা করেছিলেন কাফেলাগুলো ফিরে আসার পর সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হওয়া– এ সবই 'সিহাহ্' (বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহ)-এর নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত এবং বহু সংখ্যক হাদীস উক্তসব বিষয়ের বিবরণ ও সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ②

২. এবং আমি মূসাকে কিতাব (৭) দান করেছি এবং সেটাকে বনী ইস্রাঈলের জন্য 'হিদায়ত' করেছি, যাতে তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মব্যবস্থাপকরূপে স্থির না করো।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ③

৩. হে ঐসব ব্যক্তির সন্তানরা, যাদেরকে আমি নূহের সাথে (৮) আরোহণ করিয়েছি! নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো (৯)।

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ④

৪. এবং আমি বনী ইস্রাঈলকে কিতাব (১০)-এর মধ্যে ওহী প্রেরণ করেছি– 'অবশ্যই তোমরা ধরাপৃষ্ঠে দু'বার ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে (১১) এবং অবশ্যই তোমরা বড় অহংকার করবে (১২)।'

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ⑤

৫. অতঃপর যখন উভয়ের মধ্যে প্রথমবার (১৩)-এর প্রতিশ্রুতি উপস্থিত হলো (১৪), তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করেছি, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী (১৫); অতঃপর তারা শহরগুলোর মধ্যে তোমাদেরকে তালাশ করার জন্য প্রবেশ করলো (১৬)। আর এটা একটা প্রতিশ্রুতি ছিলো (১৭), যা পূরণ হবারই ছিলো।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⑥

৬. অতঃপর আমি তাদের উপর পুনরায় হামলা করে দিলাম (১৮) এবং তোমাদেরকে ধন ও পুত্র সন্তানদের দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদের দলকে বৃদ্ধি করে দিলাম।

টীকা-৭. অর্থাৎ তাওরীত।

টীকা-৮. কিশ্তিতে

টীকা-৯. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম অতিমাত্রায় কৃতজ্ঞ ছিলেন। যখনই তিনি কোন কিছু আহার করতেন, পান করতেন কিংবা পরিধান করতেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করতেন ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তাঁর বংশধরদের উপরও কর্তব্য যেন তারাও আপন সম্মানিত পিতামহের নিয়ম বা আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

টীকা-১০. তাওরীত

টীকা-১১. এটা দ্বারা সিরিয়া ভূমি ও 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর দু'বার ফ্যাসাদ সৃষ্টির বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে।

টীকা-১২. এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহে লিপ্ত হবে।

টীকা-১৩. এর ফ্যাসাদের শাস্তি

টীকা-১৪. এবং তারা তাওরীতের বিধানাবলীর বিরোধিতা করেছে এবং অবৈধ কাজ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। হযরত শা'ইয়া পয়গাম্বর আলায়হিস্ সালাম, অপর এক অভিমতানুসারে, হযরত আরমিয়া আলায়হিস্ সালামকে শহীদ করেছে। (বায়দাভী ইত্যাদি)

টীকা-১৫. খুবই জোরদার ও শক্তিশালী; তাদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্য দিয়েছি এবং তারা ছিলো বাদশাহ সাঞ্জারীব ও তার সৈন্যদল অথবা বোখ্‌তে নাস্‌র কিংবা জালূত, যারা বনী ইস্রাঈলের আলিমদের হত্যা করেছে, তাওরীত জ্বালিয়ে দিয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং সত্তর হাজার লোককে তাদের মধ্য থেকে গ্রেফতার করেছে।

টীকা-১৬. যে, তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করবে এবং হত্যা ও বন্দী করবে।

টীকা-১৭. শাস্তির, যা অপরিহার্য ছিলো,

টীকা-১৮. যখন তোমরা তাওবা করেছো এবং অহংকার ও ফ্যাসাদ থেকে বিরত হয়েছো, তখন আমি তোমাদেরকে সম্পদ দিয়েছি এবং তাদেরই উপর বিজয় দান করেছি, যারা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো।

টীকা-১৯. তোমরা এ সৎকর্মের পুরস্কার পাবে।

টীকা-২০. এবং তোমরা পুনরায় ফ্যাসাদ ছড়িয়েছিলে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে শহীদ করার জন্য উদ্যত হয়েছিলে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রক্ষা করেছেন ও নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তোমরা হযরত যাকারিয়া ও হযরত য়াহ্য়া আলায়হিমাস্ সালামকে শহীদ করছো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসী ও রোমানদেরকে বিজয়ী করেছেন যেন তোমাদেরকে তোমাদের ঐ শত্রুরা হত্যা করে অথবা তোমাদেরকে বন্দী করে এবং তোমাদেরকে এতোই কষ্ট দেয়।

টীকা-২১. যে, দুঃখ ও গ্লানির চিহ্ন তোমাদের চেহারাসমূহে প্রকাশ পায়

টীকা-২২. অর্থাৎ 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর মধ্যে এবং সেটাকে ধ্বংস করে;

টীকা-২৩. এবং সেটাকে ধ্বংস করেছিলো তোমাদের প্রথম বিপর্যয়ের সময়

৭. যদি তোমরা সৎকর্ম করো, তবে নিজেদেরই কল্যাণ করবে (১৯)। আর যদি মন্দ কর্ম করো, তবে (তাও) নিজেদেরই। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি উপস্থিত হলো (২০) এ জন্য যে, শত্রু তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেবে (২১) এবং মসজিদে প্রবেশ করবে (২২), যেমন প্রথমবার প্রবেশ করেছিলো (২৩) এবং যেই জিনিষের উপর তারা আধিপত্য লাভ করবে (২৪) তা ধ্বংস করে উজাড় করে দেবে।

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝٧

৮. একথা সন্নিকটে যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (২৫) এবং যদি তোমরা আবারও দুষ্টামী করো (২৬) তবে আমিও আবার শাস্তি দেবো (২৭); এবং আমি জাহান্নামকে কাফিরদের কারাগার করেছি।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝٨

৯. নিশ্চয় এ ক্বোরআন ঐ পথ দেখায়, যা সর্বাপেক্ষা সোজা (২৮) এবং সুসংবাদ দেয় ঐ ঈমানদারদেরকে, যারা সৎকর্ম করে যে, 'তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।'

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝٩

১০. এবং এই যে, যেসব লোক আখিরাতের উপর ঈমান আনেনা, আমি তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٠

রুকূ' – দুই

১১. এবং মানুষ অকল্যাণ কামনা করে (২৯) যে ভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে (৩০) এবং মানুষ অতিমাত্রায় ত্বরাপ্রিয় (৩১)।

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ۝١١

টীকা-২৪. বনী ইস্রাঈলের শহরগুলো থেকে সেটা

টীকা-২৫. দ্বিতীয় বারের পরও যদি তোমরা আবার তাওবাহ্ করো এবং পাপাচার থেকে ফিরে আসো

টীকা-২৬. তৃতীয় বার

টীকা-২৭. সুতরাং তেমনি হয়েছে। আর তারা আবারও দুষ্টামীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করলো এবং হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে হুযূর আক্বদাস আলায়হিস সালাতু ওয়াত্ তাসলীমা'তকে অস্বীকার করলো। ফলে, তাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য লাঞ্ছনা অনিবার্য করে দেয়া হলো। আর মুসলমানদেরকে তাদের উপর আধিপত্য দান করা হলো। যেমন– ক্বোরআন করীমে ইহুদীদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে–
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الْآيَة
(অর্থাৎ তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত হলো– আল-আয়াত।)

টীকা-২৮. তা হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনা এবং তাঁদের আনুগত্য করা।

টীকা-২৯. নিজের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য, আপন সম্পদের জন্য এবং আপন সন্তান-সন্ততির জন্য; আর রাগের বশবর্তী হয়ে তাদের সবাইকে অভিশাপ দেয় ও তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বদ-দো'আ করে।

টীকা-৩০. যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ বদ-দো'আ কবূল করে নেন, তবে সেই ব্যক্তি অথবা তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও দয়ায় তা কবূল করেন না।

টীকা-৩১. কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, এ আয়াতের মধ্যে 'মানুষ' দ্বারা 'কাফির'রই বুঝানো হয়েছে। আর 'অমঙ্গল কামনা' মানে 'তাঁর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করার কামনা করা'। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা থেকে বর্ণিত, নযর ইবনে হারিস কাফির বললো, ''হে প্রতিপালক! যদি এ দ্বীন-ইসলাম তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করো অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো।'' আল্লাহ্ তা'আলা তার এ দো'আ কবূল করে নিলেন এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো।

টীকা-৩২. আপন একত্ব ও মহাশক্তির প্রতি নির্দেশকারী;

টীকা-৩৩. অর্থাৎ রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন যেন তাতে আরাম লাভ করা যায়

টীকা-৩৪. উজ্জ্বল, যাতে সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়,

টীকা-৩৫. এবং উপার্জন ও জীবিকা আহরণের কাজ সহজে আঞ্জাম দিতে পারো

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۭ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ⑫

১২. এবং আমি রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি (৩২); সুতরাং রাতের নিদর্শনকে স্তিমিত রেখেছি (৩৩) এবং দিনের নিদর্শনকে প্রদর্শনকারী (৩৪), যাতে আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করো (৩৫) এবং (৩৬) বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো (৩৭)। আর আমি প্রত্যেক বস্তুকে অত্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ করে দিয়েছি (৩৮)।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰۗىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ۭ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ⑬

১৩. এবং প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য আমি তার গ্রীবালগ্ন করে দিয়েছি (৩৯) এবং তার জন্য ক্বিয়ামত-দিবসে একটা লিপিবদ্ধ (কিতাব) বের করবো, যা তারা উন্মুক্ত পাবে (৪০)।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ۭ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ⑭

১৪. এরশাদ হবে, 'আপন কিতাব পাঠ করো! আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ⑮

১৫. যে সঠিক পথে এসেছে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য সঠিক পথে এসেছে (৪১)। আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে আপন অকল্যাণের জন্য পথভ্রষ্ট হয়েছে (৪২) এবং কোন ভারবাহী আত্মা অন্য কারো বোঝা বহন করবে না (৪৩)। এবং আমি শাস্তিদাতা নই যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ করি (৪৪)।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ⑯

১৬. এবং যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন সেটার স্বাচ্ছন্দ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের (৪৫) উপর বিধানাবলী প্রেরণ করি। অতঃপর তারা তাতে নির্দেশ অমান্য করে, অতঃপর সেটার প্রতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়ে যায়। তখন আমি সেটাকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিই।

টীকা-৩৬. রাত ও দিনের আবর্তনের ফলে

টীকা-৩৭. দ্বীনী ও দুনিয়াবী কার্যাদির সময়ের।

টীকা-৩৮. চাই সেটার চাহিদা দ্বীনের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা দুনিয়ার ক্ষেত্রে হোক। উদ্দেশ্য এ যে, প্রত্যেক বস্তু বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থাৎ "আমি কিতাবে (ক্বোরআন মজীদে) কোন বস্তুর কথা উল্লেখ না করে ছাড়িনি।"

অপর এক আয়াতে এরশাদ করেছেন–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

(অর্থাৎ– "হে হাবীব! আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বস্তুর সপ্রমাণ বর্ণনাকারীরূপে।) মোটকথা, এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বোরআন করীমের মধ্যে সমস্ত বস্তুরই বিবরণ রয়েছে। 'সুব্‌হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র জন্য পবিত্রতা!) কেমন কিতাব! কেমন সেটার ব্যাপকতা! (জুমাল, খাযিন ও মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-৩৯. অর্থাৎ যা কিছু তার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে– ভালো কিংবা মন্দ, সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, তা তার জন্য এমনিভাবে অনিবার্য যে, যেমন গলার হার, সে যেখানে যায় সেখানেই তার সাথে থাকে, কখনো পৃথক হয়না। হযরত মুজাহিদ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের গলায় তার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের লিপি ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

টীকা-৪০. তা হবে তার 'আমলনামা'।

টীকা-৪১. তার পুরস্কার সে নিজেই পাবে।

টীকা-৪২. তার পথভ্রষ্টতার পাপ ও শাস্তি তার উপর আপতিত হবে

টীকা-৪৩. প্রত্যেকের গুনাহসমূহের বোঝা তারই উপর হবে।

টীকা-৪৪. যিনি উম্মতকে তার উপর নির্দ্ধারিত ফরযসমূহ সম্পর্কে অবহিত করবেন, সত্য পথ তাদের সামনে সুস্পষ্ট করবেন এবং দলীল প্রতিষ্ঠা করবেন।

টীকা-৪৫. এবং নেতৃবর্গের,

টীকা-৪৬. অর্থাৎ অস্বীকারকারী উম্মতগণকে।

টীকা-৪৭. 'আদ ও সামূদ ইত্যাদির ন্যায়।

টীকা-৪৮. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের কিছুই তাঁর নিকট থেকে গোপন করা যায়না।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ দুনিয়া অন্বেষণকারী হয়।

টীকা-৫০. এটা জরুরী নয় যে, দুনিয়া অন্বেষণকারীর প্রত্যেক আকাংখা পূর্ণ করা হবে এবং তাকে প্রদানই করা হবে আর সে যা চাইলে তা-ই দেয়া হবে। এমন নয়, বরং তাদের মধ্য থেকে যাকে চান দান করেন এবং যা চান তা-ই দেন। কখনো এমন হয় যে, তাকে বঞ্চিত করে দেন। কখনো এমন হয় যে, সে অনেক কিছু চায়, কিন্তু দান করেন অল্প। কখনো এমনও হয় যে, সে আয়েশ চায়, দেন দুঃখ। এমনসব অবস্থায় কাফির দুনিয়া ও আখিরাত– উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর যদি দুনিয়ায় তার সমস্ত আকাঙ্খা পূর্ণও করা হয় তবে আখিরাতের দুর্ভাগ্য ও অদৃষ্টের মন্দ পরিণাম তো তখনই অবধারিত রয়েছে। মু'মিনের অবস্থা তার বিপরীত। সে পরকাল কামনা করে। যদি সে দুনিয়ার দারিদ্রময় জীবনও অতিবাহিত করে যায়, তবুও পরকালের চিরস্থায়ী নি'মাত তার জন্য নির্দ্ধারিত রয়েছে। আর যদি দুনিয়ার মধ্যেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে সে সুখময় জীবন যাপন করার সুযোগ পায় তবে সে উভয় জাহানেই কামিয়াব হয়। মোটকথা, মু'মিন প্রত্যেক অবস্থায়ই সফলকাম। পক্ষান্তরে, কাফির দুনিয়ায় যদি আরাম-আয়েশ পেয়েও যায় তবুও তা কিছুই নয়। কেননা, ধ্বংস করেন। আর পরিণতি হয় প্রত্যেকের অবস্থানুসারে।

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾

১৭. এবং আমি কত মানবগোষ্ঠীকে (৪৬) নূহের পরে ধ্বংস করে দিয়েছি (৪৭)! এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট, আপন বান্দাদের গুনাহ্‌সমূহের খবর রাখেন, দেখেন (৪৮)।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾

১৮. যে ব্যক্তি এ শীঘ্রতাসম্পন্নাকেই চায় (৪৯) আমি তাকে তাতে শীঘ্রই দিয়ে দিই– আমি যা ইচ্ছা করি যাকে চাই (৫০)। অতঃপর তার জন্য জাহান্নাম নির্দ্ধারিত করি; যাতে সে তাতে প্রবেশ করে নিন্দিত অবস্থায়, ধাক্কা খেতে খেতে।

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং যে আখিরাত চায় আর সেটার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে (৫১) আর হয় ঈমানদার; তবে তাদেরই প্রচেষ্টা ঠিকানায় পৌঁছে থাকে (৫২)।

كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾

২০. আমি সবাইকে সাহায্য দিই– এদেরকেও (৫৩), ওদেরকেও (৫৪), আপনারই প্রতিপালকের দান থেকে (৫৫) এবং আপনার প্রতিপালকের দানের উপর বাধা-বিপত্তি নেই (৫৬)।

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

২১. দেখুন! আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (৫৭)। এবং নিশ্চয় আখিরাত স্তরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আর অনুগ্রহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾

২২. হে শ্রোতা! আল্লাহ্‌র সাথে অন্য খোদা স্থির করোনা! যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে (৫৮)।

টীকা-৫১. এবং সৎ কর্ম পালন করে

টীকা-৫২. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ম আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবার জন্য তিনটা পূর্বশর্ত রয়েছে। যথা– ১) আখিরাতের কামনা করা; অর্থাৎ সদুদ্দেশ্য, ২) প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কর্মকে যত্নসহকারে, সেটার নির্ধারিত নিয়মাবলী সহকারে সম্পাদিন করা এবং ৩) ঈমান, যা সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যকীয়।

টীকা-৫৩. যারা দুনিয়া চায়

টীকা-৫৪. যারা আখিরাত কামনা করে।

টীকা-৫৫. পৃথিবীতে সবাইকে জীবিকা দান করেন। আর পরিণতি হয় প্রত্যেকের অবস্থানুসারে।

টীকা-৫৬. দুনিয়ার মধ্যে সবাই তার উপকার ভোগ করে– সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক।

টীকা-৫৭. ধন-সম্পদ, পূর্ণতা, বংশমর্যাদা এবং আর্থিক সমৃদ্ধিতে।

টীকা-৫৮. কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী ছাড়াই।

টীকা-৫৯. দুর্বলতার প্রভাব হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শক্তি না থাকে এবং যেমন তুমি শৈশবে তাঁদের নিকট শক্তিহীন ছিলে তেমনিভাবে তাঁরা শেষ বয়সে তোমার নিকট শক্তিহীন হয়ে থাকে;

টীকা-৬০. অর্থাৎ এমন কোন শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করোনা যা থেকে এটা বুঝা যায় যে, তাদের দিক থেকে তুমি মানসিকভাবে কিছু বিরক্তি বোধ করছো।

টীকা-৬১. এবং সুন্দর শালীনতা সহকারে তাঁদেরকে সম্বোধন করবে।

মাস্আলাঃ মাতা-পিতাকে তাঁদের নাম ধরে ডাকবে না। এটা শালীনতা বিরোধী এবং তাতে তাঁরা মনে কষ্ট পান। কিন্তু যদি তাঁরা সামনে না থাকেন তবে তাঁদের নাম দিয়ে তাঁদের আলোচনা করা বৈধ।

মাস্আলাঃ মাতা-পিতার সাথে এভাবে কথা-বার্তা বলবে যেমন গোলাম বা দাস তার মুনিবের সাথে বলে।

টীকা-৬২. অর্থাৎ নম্রতা ও বিনয় সহকারে সম্মুখীন হও এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালবাসাসূচক ব্যবহার করবে। কারণ, তাঁরা তোমার অক্ষমতার সময় তোমাকে ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করেছেন। আর যা কিছু তাঁদের প্রয়োজন হয় তা তাঁদের জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করোনা।

রুকু' - তিন

২৩. এবং আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যেন (তোমরা) তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় (৫৯) তবে তাদেরকে 'উহ্' বলোনা (৬০) এবং তাদেরকে তিরস্কার করোনা আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে (৬১)।

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾

২৪. এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও (৬২) নম্র হৃদয়ে; আর আরয করো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো,যেমনিভাবে তাঁদের উভয়ে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন (৬৩)।'

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾

২৫. তোমাদের প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যা তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (৬৪)। যদি তোমরা উপযুক্ত হও (৬৫), তবে নিশ্চয় তিনি তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿۲۵﴾

২৬. এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের পাপ্য দাও (৬৬) এবং মিস্কীন ও মুসাফিরকেও,

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

টীকা-৬৩. মোটকথা এ যে, পৃথিবীতে উত্তম আচরণ ও সেবার মধ্যে যতই অতিশয্যতা করা হোক না কেন; কিন্তু মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা যায় না। এ কারণে, বান্দার উচিত যেন আল্লাহ্র দরবারে তাঁদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করার জন্য প্রার্থনা করে এবং এই আরয করে, "হে প্রতিপালক! আমার সেবা তো তাঁদের অনুগ্রহের প্রতিদান হতে পারে না; তুমিই তাদের উপর দয়া করো যেন তা তাঁদের ইহসানের বিনিময় হয়।"

মাস্আলাঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানের জন্য 'রহমত' ও 'মাগফেরাত' (যথাক্রমে আল্লাহ্র দয়া ও ক্ষমা)-এর দো'আ করা বৈধ এবং তা তাদেরকে উপকৃত করে। মৃত ব্যক্তিদের রূহে 'সাওয়াব পৌঁছানো' (ایصال ثواب) -এর মধ্যেও তাদের জন্য রহমত বর্ষণের দো'আ করা হয়। সুতরাং সেটার পক্ষে এটা মূল দলীল।

মাস্আলাঃ মাতাপিতা কাফির হলে তাদের জন্য হিদায়ত ও ঈমানপ্রাপ্তির দো'আ করবে। এটাই তাদের জন্য রহমত বা দয়া।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত। আর তাঁদের অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে। অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মাতাপিতার অনুগত সন্তান জাহান্নামী হবে না। আর তাঁদের অবাধ্য সন্তান যতই সৎকাজ করুক না কেন, আল্লাহ্র শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "মাতাপিতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকো। এ কারণে যে, জান্নাতের খুশ্বু হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত আসে। কিন্তু (মাতাপিতার) অবাধ্য সন্তান সে খুশ্বুও পাবেনা, না পাবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, না বৃদ্ধ যিনাকারী, না অহংকারবশতঃ আপন লুঙ্গী বা পরনের কাপড় গোড়ালীর নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধানকারী।"

টীকা-৬৪. মাতা-পিতার আনুগত্যের ইচ্ছা এবং তাঁদের সেবা করার আগ্রহ বা প্রেরণা।

টীকা-৬৫. এবং তোমাদের থেকে মাতা-পিতার সেবার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হলে তোমরা যদি তাওবা করো,

টীকা-৬৬. তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো, ভালবাসা ও মেলামেশা করো, খোঁজ-খবর নাও ও সুযোগমত সাহায্য করো এবং সুন্দর সামাজিকতা বজায় রাখো।

মাস্‌আলাঃ এবং তারা যদি একান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন হয় ও অভাবগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যয়ভার বহন করাও তাদের প্রাপ্য এবং তা সামর্থ্যবান আত্মীয়দের উপর অপরিহার্যও।

কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাও বলেছেন যে, 'আত্মীয়-স্বজন' বলতে 'বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যারা আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ, তাঁদের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তাঁদের প্রাপ্য হচ্ছে- গণীমতের এক পঞ্চমাংশ (خمس) প্রদান করা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখা।

টীকা-৬৭. তাদের প্রাপ্য প্রদান করো অর্থাৎ যাকাত দাও।

টীকা-৬৮. অর্থাৎ অবৈধ কাজে ব্যয় করোনা। হযরত ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, 'تبذير' বা 'অপব্যয়' হচ্ছে- সম্পদকে অন্যায় পথে ব্যয় করা।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ তাদের পথের অনুসারী

টীকা-৭০. সুতরাং তার পথ অবলম্বন না করা উচিত।

টীকা-৭১. অর্থাৎ আত্মীয়, মিসকীন এবং মুসাফিরদের থেকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মাহজা', বিলাল, সুহায়ব, সালিম ও খোব্বাব- রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা সময় সময় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আপন আপন প্রয়োজনাদি ও চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য প্রার্থনা করতেন। যদি কখনো হুযূর (দঃ)-এর নিকট কিছুই না থাকতো, তবে তিনি লজ্জাবশতঃ তাদেরকে উপেক্ষা করতেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতেন- এ প্রতীক্ষায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিছু প্রেরণ করলে তা তাঁদেরকে দান করবেন।

সূরা : ১৭ বনী ইস্রাঈল ৫১৭ পারা : ১৫

(৬৭) এবং অপব্যয় করোনা (৬৮)।

২৭. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই (৬৯) এবং শয়তান আপন প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ (৭০)।

২৮. এবং যদি তুমি তাদের দিক থেকে (৭১) মুখ ফিরাও আপন প্রতিপালকের দয়ার প্রতীক্ষায়, যার প্রতি তুমি আশাবাদী, তবে তাদের সাথে নম্র কথা বলো (৭২)।

২৯. এবং আপন হাত আপন ঘাড়ের সাথে আবদ্ধ রেখোনা এবং না সম্পূর্ণভাবে খুলে দাও, যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে (৭৩)।

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

মানযিল - ৪

টীকা-৭২. অর্থাৎ তাদের মনের সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিন কিংবা তাদের অনুকূলে দো'আ করুন।

টীকা-৭৩. এটা একটা দৃষ্টান্ত। এটাদ্বারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপদেশ দেয়াই উদ্দেশ্য। আর এটা এরশাদ করা হচ্ছে যে, না এভাবে হাতকে আবদ্ধ রাখো যে, মোটেই ব্যয় করবেনা এবং এটাই মনে হয় যেন হাতকে গলদেশের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে, কিছু প্রদান করার জন্য নড়াচড়াই করতে পারছেনা। এমন করাতো মন্দ সমালোচনার কারণ হয়; যেহেতু কৃপণকে সবাই মন্দ বলে। আর এমনিভাবে হাতকে উন্মুক্তও করে দিওনা যে, স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যও কিছু অবশিষ্ট না থাকে।

শানে নুযূলঃ একজন মুসলমান মহিলার সামনে এক ইহুদী নারী এসে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের বদান্যতার কথা বর্ণনা করলো এবং সে তা এতই অতিরঞ্জিত করলো যে, তাঁকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসলো। আর বললো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলীমাতের বদান্যতা এমন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, আপন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া যা কিছু তাঁর নিকট থাকতো, সবই তিনি ভিক্ষুককে দিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ কথা মুসলিম মহিলাটার নিকট অপছন্দনীয় মনে হলো। তিনি বললেন, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম সবাই দয়া ও পূর্ণতার অধিকারী হন। সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলীমাত-এর বদান্যতা ও দানশীলতায় কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস সাল্লাম-এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে এবং এটা বলে তিনি চেয়েছিলেন যে, তিনি ইহুদী নারীর সম্মুখে হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বদান্যতা ও দানশীলতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং তিনি আপন ছোট মেয়েটিকে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাসলীমাত-এর নিকট পাঠালেন যেন হুযূর (দঃ)-এর নিকট থেকে জামা মুবারক চেয়ে নিয়ে আসে। তখন হুযূর (দঃ)-এর নিকট একটা মাত্র জামা মোবারক ছিলো, যা তখন তাঁর নূরানী শরীরে শোভা পাচ্ছিলো। তিনি তা খুলে মেয়েটাকে দিয়ে দিলেন। আর নিজেই হুজুরা মুবারকের অভ্যন্তরে তাশরীফ রাখছিলেন। লজ্জাবশতঃ বাইরে আসছিলেন না। শেষ পর্যন্ত আযানের সময় এসে পৌঁছলো। আযান হলো। সাহাবা কেরাম অপেক্ষা করছিলেন। হুযূর (দঃ) তাশরীফ আনেন নি।

সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবস্থা জানার জন্য পবিত্র দরবারে হাযির হলেন। তখন দেখলেন পবিত্র শরীর মোবারকের উপর জামা শরীফ নেই। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৭৪. যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন এবং তার জীবিকা

টীকা-৭৫. এবং তাদের অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে ও কল্যাণার্থে–

টীকা-৭৬. অন্ধকার যুগের লোকেরা আপন কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। এর কয়েকটা কারণ ছিলো– সম্পদের স্বল্পতা ও দারিদ্রের ভয় এবং অপহরণ ও লুটতরাজের আশংকা। আল্লাহ্ তা'আলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

৩০. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে চান রিয্ক্ব প্রশস্ত করে দেন এবং (৭৪) সীমিত করেন। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদেরকে ভালভাবে জানেন (৭৫), দেখেন।

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

রুকূ' – চার

৩১. এবং আপন সন্তানদেরকে হত্যা করোনা দারিদ্র-ভয়ে (৭৬)। আমি তাদেরকেও রিয্ক্ব দেবো এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

৩২. এবং অবৈধ যৌন-সম্ভোগের নিকটে যেওনা। নিশ্চয় সেটা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

৩৩. এবং কোন প্রাণকে, যেটার সম্মান আল্লাহ্ রেখেছেন, অন্যায়ভাবে হত্যা করোনা এবং যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তবে নিশ্চয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (৭৭); অতঃপর সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমাতিক্রম না করে (৭৮)। অবশ্যই তাকে সাহায্য করা হবেই (৭৯)।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

৩৪. এবং এতিমের সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়োনা, কিন্তু ঐ পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা উত্তম (৮০) যতদিন না সে আপন যৌবনে পদার্পণ করে (৮১) এবং অঙ্গীকার পূরণ করো (৮২); নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

৩৫. এবং ওজন করলে পূর্ণ মাপে ওজন করো এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উত্তম এবং সেটার পরিণাম উৎকৃষ্ট।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

৩৬. এবং ঐ কথার পেছনে পড়োনা, যেটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই (৮৩)। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয়– এ গুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে (৮৪)।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

টীকা-৭৭. হত্যার প্রতিশোধ (ক্বিসাস) গ্রহণ করার;

মাস্আলাঃ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'ক্বিসাস' গ্রহণের অধিকার তার অভিভাবকের রয়েছে। আর তারা হবে 'আসাবাহ্'র ★ ক্রমানুসারে।

মাস্আলাঃ যার অভিভাবক না থাকে তার অভিভাবক 'সুলতান' বা শাসক।

টীকা-৭৮. এবং যেন অন্ধকার যুগের ন্যায় একজন নিহতের পরিবর্তে একাধিক লোককে কিংবা হত্যাকারীর পরিবর্তে তার সম্প্রদায় বা দলের অন্য কোন লোককে হত্যা না করে।

টীকা-৭৯. অর্থাৎ অভিভাবককে অথবা অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তিকে কিংবা ঐ ব্যক্তিকে, যাকে অভিভাবক অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

টীকা-৮০. এবং তা হচ্ছে এ যে, তার সংরক্ষণ করো এবং তা বৃদ্ধি করো।

টীকা-৮১. এবং তা হচ্ছে– আঠার বছর বয়োসীমা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার মতে, এটাই গ্রহণযোগ্য। আর হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু চিহ্ন প্রকাশ না হওয়ার অবস্থায় 'বালেগ' (বয়োপ্রাপ্ত) হওয়ার শেষ সময়সীমা, এটার ভিত্তিতেই, আঠারবছর নির্দ্ধারন করেছেন। (আহ্মদী)

টীকা-৮২. আল্লাহরও, বান্দাদেরও;

টীকা-৮৩. অর্থাৎ যেই বস্তুকে দেখোনি সেটা সম্বন্ধে এ কথা বলো না যে, 'আমি দেখেছি, যা শুনোনি সেটা সম্বন্ধে বলোনা যে, 'আমি শুনেছি'। ইবনে হানাফিয়াহ্ থেকে বর্ণিত আছে যে, 'মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।' ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, কারো বিরুদ্ধে ঐ অপবাদ দিওনা, যা তোমরা জানো না।

টীকা-৮৪. যে, তোমরা সেগুলোকে কি কাজে ব্যবহার করেছো।

★ 'আসাবাহ্' (عَصَبَة): 'ইলম-ই-ফরাইয' বা সম্পত্তি বন্টনের বিধান সম্বলিত শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'আসাবা' হচ্ছে মৃতের ঐসব উত্তরাধিকারী, যারা মৃতের সম্পত্তি থেকে ক্বোরআনে নির্দ্ধারিত অংশের প্রাপকগণ (যাভীল ফুরূয) তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়। যেমন পুত্র ইত্যাদি।

টীকা-৮৫. অহংকার ও আত্ম-গৌরব প্রদর্শন করে।

টীকা-৮৬. অর্থ এ যে, অহংকার ও আত্মদম্ভ প্রদর্শনে কোন লাভ নেই।

টীকা-৮৭. যেগুলোর সত্যতার পক্ষে বিবেক সাক্ষ্য দেয় এবং যেগুলো দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়, সেগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, ঐ সব আয়াতের সারকথা হচ্ছে– আল্লাহ্‌র একত্ব, সৎকার্যাদি ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া এবং দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখিরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, এ আঠারটি আয়াত–

৩৭. এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে বিচরণ করোনা (৮৫)! নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না (৮৬)।

৩৮. এ যা কিছু গত হয়েছে তন্মধ্যে মন্দ বিষয় তোমার প্রতিপ্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য।

৩৯. এটা ঐ ওহীসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি প্রেরণ করেছেন, হিকমতের বাণীসমূহ (৮৭) এবং হে শ্রোতা! আল্লাহ্‌র সাথে অন্য খোদা স্থির করোনা, যে কারণে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত হয়ে, ধাক্কা খেতে খেতে।

৪০. তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তান নির্বাচিত করে দিয়েছেন এবং নিজের জন্য ফিরিশ্‌তাকুল থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন (৮৮)? নিশ্চয় তোমরা বড় কথা বলে থাকো (৮৯)।

রুকূ' – পাঁচ

৪১. এবং নিশ্চয় আমি এ ক্বোরআনের মধ্যে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি (৯০) যাতে তারা বুঝতে পারে (৯১); এবং এ থেকে তাদের বৃদ্ধি পায়না কিন্তু বিমুখতাই (৯২)।

৪২. আপনি বলুন, 'যদি তাঁর সাথে আরো খোদা থাকতো যেমন এরা বকছে, তবে তারা আরশ-অধিপতির দিকে কোন পথ খুঁজে বের করতো (৯৩)।'

৪৩. তাঁরই পবিত্রতা এবং তিনি ঊর্ধ্বে তাদের মন্তব্যগুলো থেকে, বহু ঊর্ধ্বে।

৪৪. তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত-আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে (৯৪) এবং কোন (৯৫) বস্তু নেই, যা তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করেনা (৯৬); হাঁ, তোমরা সেগুলোর তাস্‌বীহ (পবিত্রতা

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

ذٰلِكَ مِمَّا أَوْحٰى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

أَفَأَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوا ۚ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ থেকে مَدْحُورًا পর্যন্ত হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের 'ফলকগুলো'র (أَلْوَاح) মধ্যেও ছিলো। সেগুলোর প্রারম্ভ 'তাওহীদ' দ্বারা হয়েছে আর সমাপ্তি হয়েছে শির্ক-এর নিষেধের মাধ্যমে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক হিকমত বা বাস্তব জ্ঞানের মূলকথা হচ্ছে 'তাওহীদ' ও 'ঈমান' এবং কোন কথা ও কাজ এতদ্ব্যতীত গ্রহণযোগ্য হয়না।

টীকা-৮৮. এই হিমকত বিরোধী কথা কীভাবে বলছো?

টীকা-৮৯. যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান-সন্ততি নির্ধারিত করছো, যে গুলো সৃষ্টিরই বৈশিষ্ট্য। তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। আবার তাতেও নিজেদের বড়ত্ব রক্ষা করছো! নিজেদের জন্য তো পুত্র সন্তান পছন্দ করছো আর তাঁর জন্য কন্যা সন্তানদের স্থির করছো! কত বড় বে-আদবী ও অশালীনতা!

টীকা-৯০. প্রমাণাদি থেকেও, উপমাসমূহ থেকেও, হিকমতসমূহ থেকেও, দৃষ্টান্তসমূহ থেকেও এবং বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুগুলোকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি।

টীকা-৯১. এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারে;

টীকা-৯২. এবং সত্য থেকে দূরে থাকা।

টীকা-৯৩. এবং তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর্যায়ে উপনীত হতো, যেমন বাদশাহ্‌গণের নিয়ম রয়েছে।

টীকা-৯৪. অবস্থার ভাষায়, এভাবে যে, সেগুলোর অস্তিত্বই স্রষ্টার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বুঝায়। অথবা মুখের ভাষায়। বস্তুতঃ এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। বহু হাদীস শরীফ এ শেষোক্ত অভিমতই প্রমাণ করে। সলফে সালেহীন থেকে এ অভিমতই বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৯৫. জড়বস্তু, তৃণলতা ও প্রাণী থেকে জীবিত

টীকা-৯৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, "প্রত্যেক জীবিত বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করে। আর প্রত্যেক

বস্তুর জীবনও সেটার অবস্থানুসারেই।" তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, দরজা খোলার শব্দ এবং ছাদের চড়চড় শব্দ করাও 'তাস্‌বীহ্'-এর শামিল। আর সেগুলোর 'তাস্‌বীহ্' হচ্ছে– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী) অর্থাৎ 'আল্লাহরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হতে আমরা দেখেছি এবং আমরা এটাও দেখেছি যে, আহার করার সময় খাদ্যবস্তু 'তাস্‌বীহ্' পাঠ করতো। (বোখারী শরীফ)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমি ঐ পাথরকে চিনি, যা আমার নবূয়ত প্রকাশের সময় আমাকে সালাম করতো।" (মুসলিম শরীফ)

لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

ঘোষণা করা) অনুধাবন করতে পারো না (৯৭)। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ (৯৮)।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

৪৫. এবং হে মাহবূব! যখন আপনি ক্বোরআন পাঠ করেছেন, আমি আপনার ও তাদের মধ্যে, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না, এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিয়েছি (৯৯);

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓي اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

৪৬. এবং আমি তাদের অন্তরগুলোর উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা সেটা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানের মধ্যে বধিরতা (১০০)। এবং যখন আপনি ক্বোরআনের মধ্যে আপন একমাত্র প্রতিপালকের কথা স্মরণ করেন, তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে বিমুখ হয়ে।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

৪৭. আমি ভালভাবে জানি কিজন্য তারা শুনছে (১০১) যখন তারা আপনার প্রতি কান পাতে; এবং যখন পরস্পর পরামর্শ করে, তখন যালিমগণ বলে, 'তোমরা তো অনুসরণ করোনি, কিন্তু এমন এক পুরুষের, যার উপর যাদু করা হয়েছে (১০২)।'

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

৪৮. দেখুন, তারা আপনার কেমন উপমাসমূহ দিয়েছে। সুতরাং তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। ফলে, তারা পথ পেতে পারেনা।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

৪৯. এবং বললো, 'আমরা যখন হাড় ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো তখনও কি আমরা বাস্তবিকই নূতন সৃষ্টি রূপে পুনরুত্থিত হবো (১০৩)?'

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, "রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাঠের একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খোত্‌বা দিতেন। যখন মিম্বর তৈরী করা হলো এবং হুযূর মিম্বরের উপর তাশরীফ রাখলেন, তখন সেই খুঁটিটি ক্রন্দন করলো। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাস্‌লীমাত সেটার উপর করুণার হাত বুলিয়ে দিলেন, স্নেহ করলেন এবং শান্তনা দিলেন। (বোখারী শরীফ)

উক্ত সব হাদীস থেকে জড় পদার্থের কথা বলা ও 'তাস্‌বীহ্' পাঠ করা প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-৯৭. ভাষার বিভিন্নতার কারণে কিংবা বুঝা কঠিন হওয়ার কারণে।

টীকা-৯৮. যে, বান্দাদের অলসতার কারণে শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করেন না।

টীকা-৯৯. যাতে তারা আপনাকে দেখতে না পায়;

শানে নুযূলঃ যখন আয়াত تَبَّتْ يَدَا অবতীর্ণ হলো, তখন আবূ লাহাবের স্ত্রী পাথর নিয়ে এলো। তখন হুযূর (দঃ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সঙ্গে তাশরীফ রাখছিলেন। সে হুযূর (দঃ)-কে দেখতে পায়নি। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলতে লাগলো, "তোমাদের মুনিব কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, তিনি আমার দুর্নাম করেছেন।" হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "তিনি তো কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন না।" তখন সে এ কথা বলতে বলতে ফিরে গিয়েছিলো যে, "আমি তার মাথা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়ার জন্য এই পাথর নিয়ে এসেছিলাম।" হযরত সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "সে কি হুযূর (দঃ)-কে দেখেনি?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "আমার ও তার মধ্যখানে একজন ফিরিশ্‌তা অন্তরায় হয়েছিলো।" এ ঘটনার প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১০০. বধিরতা, যে কারণে তারা ক্বোরআন শরীফ শুনতে পেতোনা।

টীকা-১০১. অর্থাৎ তারা শুনলেও তা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অস্বীকার করার জন্যই (শুনে)

টীকা-১০২. সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে উন্মাদ বলছে, কেউ কেউ যাদুকর বলছে, কেউ কেউ বলছে গণক, আর কেউ বলছে কবি।

টীকা-১০৩. এ কথা তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছে এবং মৃত্যুবরণ করা ও মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যা'বার পর জীবিত হওয়াকে তারা একেবারে অসম্ভব মনে করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খণ্ডন করলেন। আর আপন হাবীব আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে এরশাদ করলেন-

টীকা-১০৪. এবং জীবন থেকে দূরে হয়, তার সাথে কখনো প্রাণের সম্পর্কই না থাকে, তবুও আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তোমাদেরকে জীবিত করবেন এবং পূর্বাবস্থার প্রতি প্রত্যাবর্তন করাবেন; হাড়গুলো এবং এ শরীরের কণাগুলোও কি? সেগুলোকে জীবিত করা তাঁর শক্তি-বিহর্ভূত হবে কেন? সেগুলোর সাথে তো প্রাণ প্রথম থেকেই সম্পৃক্ত ছিলো।

টীকা-১০৫. অর্থাৎ ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে এবং মৃতদেরকে কখন পুনরুত্থিত করা হবে?

টীকা-১০৬. ক্বরসমূহ থেকে ক্বিয়অমতের অবস্থানের দিকে-

টীকা-১০৭. নিজেদের মাথা থেকে ধুলিবালি ঝাড়তে ঝাড়তে এবং سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা' অর্থাৎ হে খোদা। তোমারই প্রশংসা সহকারে তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি) বলতে বলতে এবং একথা স্বীকার করতে করতে যে, 'আল্লাহ্ই স্রষ্টা এবং তিনি মৃত্যুর পর উত্তোলনকারী (পুনরায় জীবিত করে)

টীকা-১০৮. পৃথিবীতে অথবা কবরসমূহে

টীকা-১০৯. ঈমানদার

টীকা-১১০. যে, তারা কাফিরদেরকে

টীকা-১১১. নম্র হয় কিংবা পবিত্র হয়, শালীনতা ও সভ্যতার হয় এবং সদুপদেশ ও পথ-নির্দেশের হয়। কাফিরগণ যদি অনর্থক কথা বলে তবে তাদের জবাব যেন তাদেরই ভঙ্গীতে না দেয়া হয়।

শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ মুসলমানদের সাথে মন্দ ব্যবহার করতো এবং তাঁদের উপর নির্যাতন চালাতো। তাঁরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে এর অভিযোগ পেশ করলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা যেন কাফিরদের মূর্খতাসুলভ কথাবার্তার জবাব তাদের ভঙ্গীতে না দেন; বরং ধৈর্য ধরেন এবং বলে দেন- يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে হিদায়ত করুন!"

উক্ত নির্দেশ 'জিহাদ' ও যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বের ছিলো। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে এবং এরশাদ করা হয়েছে- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।"

অন্য এক অভিমত এ যে, এ আয়াত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একজন কাফির তাঁর সম্পর্কে অশোভন কথা মুখে উচ্চারণ করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ধৈর্য ধারণ করার ও ক্ষমা করার নির্দেশ দিলেন।

টীকা-১১২. এবং তোমাদেরকে তাওবা ও ঈমান আমার শক্তি দান করেন,

টীকা-১১৩. যেন আপনি তাদের কর্মসমূহেরও যিম্মাদার হোন।

টীকা-১১৪. সবকিছুর অবস্থাদি এবং এ কথাও যে, কে কিসের উপযোগী;

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾

৫০. আপনি বলুন! 'পাথর অথবা লোহা হয়ে যাও;

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

৫১. অথবা অন্য কোন সৃষ্টি, যা তোমাদের ধারণায় বড় হয় (১০৪)।' অতঃপর এখন তারা বলবে, 'আমাদেরকে পুনরায় কে সৃষ্টি করবে?' আপনি বলুন, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর এখন আপনার প্রতি বিদ্রূপবশতঃ মাথা নেড়ে বলবে, 'এটা কবে (১০৫)?' আপনি বলুন, 'সম্ভবতঃ' শীঘ্রই হবে;

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. যে দিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন (১০৬) তখন তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং (১০৭) বুঝবে যে, তোমরা অবস্থান করোনি (১০৮), কিন্তু অল্পকালই।'

রুকূ' - ছয়

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং আমার (১০৯) বান্দাদেরকে বলুন (১১০) ঐ কথা বলতে যা সর্বাপেক্ষা উত্তম হয় (১১১)। নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালভাবে জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর দয়া করেন (১১২), ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; এবং আমি আপনাকে তাদের কর্মব্যবস্থাপক করে পাঠাইনি (১১৩)।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ

৫৫. এবং আপনার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যা কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনে রয়েছে (১১৪); এবং নিশ্চয় আমি নবীগণের মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর অধিকতর

টীকা-১১৫. বিশেষ বিশেষ মর্যাদা সহকারে। যেমন, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে **'খলীল'** করেছেন, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে **'কলীম'** করেছেন এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করেছেন 'হাবীব'।

টীকা-১১৬. 'যাবূর' আল্লাহ্র কিতাব, যা হযরত দাঊদ আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে ১৫০টি সূরা রয়েছে। সবকটিতে দো'আ, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তাঁর স্তুতিবাক্য ও মহত্বের বর্ণনা রয়েছে। সেগুলোতে না হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে, না ফরযসমূহের, না শাস্তির বিধি বিধানের।

এ আয়াতে বিশেষভাবে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ এর কতিপয় ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ

এক) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। অতঃপর এরশাদ করবেন যে হযরত দাঊদ (আলায়হিস সালাম)-কে 'যাবূর' দান করেছেন; অথচ হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামকে নবূয়তের সাথে রাজত্বও দান করেছিলেন। কিন্তু সেটার কথা উল্লেখ করেন নি। এতে অবগত করা হয়েছে যে, আয়াতের মধ্যে যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে জ্ঞানগত মর্যাদা, সম্পদ ও রাজত্বের মর্যাদা নয়।

দুই) আল্লাহ্ তা'আলা 'যাবূর' এর মধ্যে এরশাদ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। আর তাঁর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। এ কারণে আয়াতের মধ্যে হযরত দাঊদ (আলায়হিস সালাম) ও 'যাবূর'-এর উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে।

তিন) ইহুদীদের ধারণা ছিলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পর কোন নবী নেই এবং তাওরীতের পর কোন কিতাব নেই। এ আয়াতের মধ্যে হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামকে যাবূর দান করার উল্লেখ করে ইহুদীদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তাদের দাবী বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মোটকথা, এ আয়াত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাকে প্রমাণ করছে।

عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿٥٥﴾

মর্যাদা দিয়েছি (১১৫) এবং দাঊদকে **'যাবূর'** দান করেছি (১১৬)।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আপনি বলুন! ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ্ ব্যতীত ধারণা করতে। সুতরাং সে গুলো কোন ক্ষমতা রাখে না তোমাদের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করার এবং না ফিরিয়ে দেয়ার (১১৭)।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ

৫৭. ঐসব মাকবূল বান্দা, যাদেরকে এ সব কাফির পূজা করে (১১৮), তারা নিজেরাই আপন প্রতিপালকের প্রতি মাধ্যম সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত (১১৯), তাঁর দয়ার আশা রাখে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয়

কবি বলেনঃ

ای وصف تو در کتاب موسیٰ
وی نعت تو در زبور داؤد
مقصود توئی ز آفرینش
باقی بہ طفیل تست موجود

অর্থাৎঃ "১) হে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! আপনার প্রশংসা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান এবং হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনার প্রশংসা হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের যাবূরের মধ্যেও রয়েছে।

২) সৃষ্টির মধ্যে আপনিই উদ্দেশ্য। বাকী সব কিছু আপনারই ওসীলায় অস্তিত্ব লাভ করেছে।"

টীকা-১১৭. শানে নুযূলঃ কাফিরগণ যখন কঠিন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আক্রান্ত হলো এবং তাদের অবস্থা এ পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, তারা কুকুর ও মৃতের মাংস পর্যন্ত আহার করলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফরিয়াদ করলো ও তাঁর নিকট দো'আ প্রার্থনা করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তিরস্কার স্বরূপ এরশাদ করা হয়েছে, "যেহেতু তোমরা প্রতিমাগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করছো, সেহেতু এখন সেগুলোকেই ডাকো যেন তারা তোমাদের সাহায্য করে! আর যেহেতু তোমরা জানো যে, সেগুলো তোমাদের সাহায্য করতে পারেনা, সেহেতু, কেন সে গুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছো?"

টীকা-১১৮. যেমন হযরত ঈসা, হযরত ওযায়র (আলায়হিমাস্ সালাম) ও ফিরিশ্‌তাগণ,

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এ আয়াত আরবের একদল লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জিন্ জাতির একটা দলকে পূজা করতো এবং ঐসব 'জিন্' ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। একথা তাদের পূজারীদের জানাই ছিলোনা। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে তজ্জন্য লজ্জিত করেছেন।

টীকা-১১৯. যাতে যে সর্বাপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় তাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য বান্দাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে ওসীলা বানানো জায়েয। আর আল্লাহ্র মাকবূল বান্দাদের এটাই নিয়ম।

টীকা-১২০. কাফিরগণ তাদেরকে কিভাবে উপাস্য মনে করছে?

টীকা-১২১. হত্যা ইত্যাদি দ্বারা যখন তারা কুফর করে এবং পাপাচারে লিপ্ত হয়। হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, যখন কোন বস্তিতে যিনা ও সুদের কুপ্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেটার ধ্বংসের নির্দেশ দেন।

টীকা-১২২. 'লওহ্-ই-মাহফূয্'-এ

টীকা-১২৩. ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন যে, মক্কাবাসীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো যেন 'সাফা-পর্বত'কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন এবং পর্বতগুলোকেও মক্কা ভূমি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেন। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওহী করলেন যে, 'যদি আপনি বলেন তবে আপনার উম্মতকে অবকাশ দেয়া হবে। আর যদি আপনি চান তবে তারা যা চেয়েছে তাও পূরণ করা হবে। কিন্তু তবুও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এ কারণে যে, আমার নিয়ম হচ্ছে এই যে, যখন কোন সম্প্রদায় নিদর্শন দাবী করে সেটার উপর ঈমান না আনে তবে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিই এবং অবকাশ দিইনা। আমি পূর্ববর্তীদের সাথে এমনিই করেছি।' এরই বর্ণনায় এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

করে (১২০)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়ের বস্তু।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং কোন জনপদ নেই, কিন্তু এমনই যে, আমি সেটাকে ক্বিয়ামত-দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে ফেলবো, কিংবা সেটাকে কঠিন শাস্তি দেবো (১২১)। এটা কিতাবের মধ্যে (১২২) লিপিবদ্ধ আছে।

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

৫৯. এবং আমি এমন সব নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে এ জন্যই বিরত রয়েছি যে, সেগুলোকে পূর্ববর্তী উম্মতগণ অস্বীকার করেছে (১২৩)। এবং সামূদ সম্প্রদায়কে (১২৪) উষ্ট্রী প্রদান করেছি চোখগুলো খোলার জন্য (১২৫), অতঃপর তারা সেটার প্রতি যুল্‌ম করেছে (১২৬)। এবং আমি এমনিই নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করিনা, কিন্তু ভয় দেখানোর জন্যই (১২৭)।

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

৬০. এবং যখন আমি আপনাকে বলেছি যে, সব লোক আপনার প্রতিপালকের আয়ত্বাধীন রয়েছে (১২৮) এবং আমি করিনি ঐ দৃশ্যকে (১২৯) যা তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম (১৩০), কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৩১) এবং ঐ বৃক্ষকেও যেটার উপর ক্বোরআনে অভিশাপ রয়েছে (১৩২)। এবং আমি তাদেরকে ভয় দেখাই (১৩৩); অতঃপর তাদের বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু ঘোর অবাধ্যতাই।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

টীকা-১২৪. তাদেরই দাবী অনুসারে

টীকা-১২৫. অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলীল,

টীকা-১২৬. এবং কুফর করেছে; অর্থাৎ তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১২৭. শীঘ্র আগমনকারী শাস্তি থেকে।

টীকা-১২৮. তাঁরই কুদরতের মুঠোর মধ্যে। সুতরাং আপনি প্রচার করুন এবং কাউকেও ভয় করবেন না। আল্লাহ্ আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী।

টীকা-১২৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণের।

টীকা-১৩০. মি'রাজ রাত্রিতে জাগ্রতাবস্থায়,

টীকা-১৩১. অর্থাৎ মক্কাবাসীদের সুতরাং যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মি'রাজের ঘটনার সংবাদ দিলেন, তখন তারা সেটা অস্বীকার করলো এবং কতেক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলো আর বিদ্রূপবশতঃ 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর ইমারতের নক্‌শা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। হুযূর সমগ্র নক্‌শা বর্ণনা করলেন। অতঃপর এটা শুনে কাফিরগণ তাঁকে যাদুকর বলতে লাগলো।

টীকা-১৩২. অর্থাৎ 'যাক্কুম বৃক্ষ', যা জাহান্নামেই উৎপন্ন হয়। সেটাকে পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আবূ জাহ্‌ল বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছেন যে, তা পাথরগুলোকেও জ্বালিয়ে দেবে আর এ কথাও বলছেন যে, তাতে গাছ জন্মাবে। আগুনে গাছ কিভাবে থাকতে পারে?" এই আপত্তি তারা উত্থাপন করেছে এবং আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত থেকে গাফিল রয়েছে। এ কথা বুঝতে পারেনি যে, এ স্বাধীন সর্বশক্তিমান সত্তার শক্তি দ্বারা আগুনের মধ্যে বৃক্ষ সৃষ্টি করা অসম্ভবপর কিছুই নয়।

'সামান্দর' একটা পোকা, যা আগুনেই জন্মে, আগুনেই থাকে। তুর্কীদেশে এর পশম দ্বারা তোয়ালে তৈরী করা হতো, যা অপরিষ্কার হয়ে গেলে আগুনে নিক্ষেপ করে সেটা পরিষ্কার করা হতো এবং তা জ্বলতো না। উট পাখী জ্বলন্ত আগুনের কয়লা খেয়ে ফেলে। কাজেই, আল্লাহ্‌র অসীম শক্তি দ্বারা আগুনের মধ্যে বৃক্ষ জন্মানো কি করে অসম্ভবপর হতে পারে?

টীকা-১৩৩. ধর্মীয় ও পার্থিব ভয়ানক বিষয়াদি থেকে

রুকূ' – সাত

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۝٦١

৬১. এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিলাম, 'আদমকে সাজ্‌দা করো (১৩৪)!' তখন তারা সবাই সাজ্‌দা করলো ইবলীস ব্যতীত। সে বললো, 'আমি কি তাকেই সাজদা করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো?'

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝٦٢

৬২. সে বললো (১৩৫), 'দেখোতো এই যে, তুমি যাকে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত করেছো (১৩৬), যদি তুমি আমাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দাও, তবে অবশ্যই আমি তার বংশধরগণকে পিষ্ট করে ফেলবো (১৩৭), কিন্তু অল্প কতেককে (১৩৮)।'

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝٦٣

৬৩. বললেন, 'দূর হও (১৩৯), অতঃপর তাদের মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে, তবে নিশ্চয় সবার পরিণতি জাহান্নাম, পূর্ণাঙ্গ শাস্তি।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝٦٤

৬৪. এবং পদস্খলিত করে দাও তাদের মধ্যে যাকে পারো আপন আওয়াজ দ্বারা (১৪০) এবং তাদের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জিত করে আনো আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে (১৪১) এবং তাদের সাথী হও ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে (১৪২) এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও (১৪৩)। এবং শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় না, কিন্তু ছলনা দ্বারা।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝٦٥

৬৫. নিশ্চয় যারা আমার বান্দা (১৪৪) তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট কর্মব্যবস্থাপনার নিমিত্ত (১৪৫)।

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٦٦

৬৬. তোমাদের প্রতিপালক হন তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যেন (১৪৬) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করো। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا

৬৭. এবং যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে (১৪৭), তখন তিনি ব্যতীত যাদেরকে

টীকা-১৩৪. সম্মান প্রদর্শনের।

টীকা-১৩৫. শয়তান,

টীকা-১৩৬. এবং তাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো এবং তাকে সাজদা করিয়েছো। সুতরাং আমি শপথ করছি যে,

টীকা-১৩৭. পথভ্রষ্ট করে,

টীকা-১৩৮. যাদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করবেন এবং নিরাপদে রাখবেন তারা তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দা। শয়তানের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তার উদ্দেশ্যে

টীকা-১৩৯. তোমাকে 'প্রথম ফুৎকার' পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো,

টীকা-১৪০. প্ররোচনা দিয়ে ও পাপাচারের দিকে আহবান করে। কোন কোন আলিম বলেছেন, "এটা দ্বারা গান-বাজনা ও খেলাধূলার আওয়াজসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা থেকে বর্ণিত, "যেই আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পরিপন্থী, মুখ থেকে বের হয় তা হচ্ছে শয়তানী আওয়াজ।

টীকা-১৪১. অর্থাৎ স্বীয় সমস্ত ছলনা কার্যকর করো এবং আপন সমস্ত সৈন্য থেকে সাহায্য নাও।

টীকা-১৪২. যাজ্জাজ বলেছেন, যে গুনাহ্ সম্পদের মধ্যে হয় কিংবা সন্তান-সন্ততিতে হয়, ইবলীস্ তাতে শরীক থাকে। যেমন, সুদ ও সম্পদ অর্জনের অন্যান্য অবৈধ পন্থাসমূহ এবং পাপকাজে ও নিষিদ্ধ কার্যাদিতে ব্যয় করা এবং যাকাত না দেয়া– এ সবই সম্পদগত বিষয়াদির শামিল– যেগুলোতে শয়তান শরীক হয়। আর যিনা ও অবৈধ পন্থায় সন্তান লাভ করা এই সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের অংশ গ্রহণ রয়েছে।

টীকা-১৪৩. আপন আনুগত্যের উপর।

টীকা-১৪৪. সৎ, নিষ্ঠাবান, নবীগণ, গুণবান এবং কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গ,

টীকা-১৪৫. তাদেরকে তিনি তোমার (বিভ্রান্তি) থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং শয়তানী চক্রান্ত ও প্ররোচনাসমূহ দূরীভূত করবেন।

টীকা-১৪৬. সে গুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করে

টীকা-১৪৭. এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়,

টীকা-১৪৮. এবং ঐ মিথ্যা উপাস্যগুলোর মধ্যে কোনটারই নাম মুখে আসেনা, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অভাব পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকো।

টীকা-১৪৯. তাঁর একত্ববাদ থেকে। আর পুনরায় সেসব নিষ্ক্রিয় প্রতিমাগুলোর পূজা আরম্ভ করে দাও।

টীকা-১৫০. সমুদ্র থেকে মুক্তি পেয়ে

টীকা-১৫১. যেমন কারূনকে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, স্থল ও জল উভয়ই তাঁর ক্ষমতাধীন। তিনি যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া ও রক্ষা করা- উভয়টার উপর ক্ষমতাবান, তেমনি স্থলেও ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া এবং নিরাপদে রাখা- উভয়টার উপর শক্তিমান। স্থলে ও জলে যে কোন স্থানে বান্দা তাঁরই করুণার মুখাপেক্ষী। তিনি ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়ার উপরও ক্ষমতাবান এবং এ বিষয়েও ক্ষমতা রাখেন যে,

পূজা করো সবই হারিয়ে যায় (১৪৮); অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলের দিকে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকো (১৪৯) এবং মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬৮. তোমরা কি (১৫০) এ থেকে নির্ভিক হয়েছো যে, তিনি স্থলেরই কোন পার্শ্ব তোমরাসহ ধ্বসিয়ে দেবেন (১৫১), অথবা তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন (১৫২), অতঃপর তোমাদের কোন সাহায্যকারী পাবে না (১৫৩)?

৬৯. অথবা এ থেকে নির্ভীক হয়েছো যে, তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন, অতঃপর তোমাদের উপর জাহাজ ধ্বংসকারী প্রচণ্ড ঝটিকা প্রেরণ করবেন, অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কুফরের কারণে নিমজ্জিত করবেন, তারপর তোমাদের জন্য এমন কাউকেও পাবেনা যে এর উপর আমার পাশ্চাদ্ধাবন করবে (১৫৪)?

৭০. এবং নিঃসন্দেহে আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি (১৫৫) এবং তাদেরকে স্থলে ও জলে (১৫৬) আরোহণ করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দিয়েছি (১৫৭) এবং তাদেরকে আপন বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি (১৫৮)।

نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ
وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٧﴾

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ
اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا
لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٨﴾

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً
اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ
الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ
لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٦٩﴾

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ
فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧٠﴾ ع

টীকা-১৫২. যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর বর্ষণ করেছিলেন।

টীকা-১৫৩. যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

টীকা-১৫৪. এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, আমি কেন এমন করেছি। কেননা, আমি স্বাধীন, সর্বশক্তিমান, যা চাই তাই করি। আমার কাজে কোন হস্তক্ষেপকারী ও আপত্তি উত্থাপনকারী নেই।

টীকা-১৫৫. বিবেক, জ্ঞান, বাকশক্তি, পবিত্র আকৃতি, মাথারি গড়ন, জীবিকার্জন ও পরকালের ব্যবস্থাপনাদি এবং সমস্ত বস্তুর উপর প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করে, এতদ্ব্যতীত, আরো বহু মর্যাদা দান করে।

টীকা-১৫৬. আরোহণের জন্তু, অন্যান্য যানবাহন এবং নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির মধ্যে।

টীকা-১৫৭. সুস্বাদু, রুচিসম্মত, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ- প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য, খুব ভাল ভাবে পাকানো। কেননা, মানুষ ব্যতীত অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে পাকানো খাদ্য কোনটারই খোরাক নয়।

টীকা-১৫৮. হযরত হাসানের অভিমত হচ্ছে- 'كَثِيْرًا' শব্দটা 'كُل' (সমস্ত)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্বোরআন করীমেও এরশাদ হয়েছে- وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ (অর্থাৎ তারা সবই মিথ্যুক) এবং وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا (অর্থাৎ তারা সবাই অনুসরণ করেনা, কিন্তু নিজেদের কল্পনারই)-এর মধ্যে 'اَكْثَر' শব্দ দ্বারা 'كُل' (সমস্ত) বুঝানো হয়েছে। সুতরাং ফিরিশ্‌তাগণও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। আর বিশেষ বিশেষ মানুষ অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম বিশেষ বিশেষ ফিরিশ্‌তাগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অন্যান্য মানুষের মধ্যে সালেহীন বা বুযর্গ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাধারণ ফিরিশ্‌তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মু'মিন আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিশ্‌তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা রাখে। এর কারণ এই যে, ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টিগতভাবে তৈরী করা হয়েছে- এটাই তাদের স্বভাব। তাঁদের মধ্যে বিবেক আছে, যৌন শক্তি নেই। আর চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে যৌনশক্তি আছে, কিন্তু বুদ্ধি-বিবেক নেই। আর মানব জাতির মধ্যে যৌন ও বোধশক্তি- উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যিনি বিবেক-বুদ্ধিকে যৌন শক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি ফিরিশ্‌তাগণ অপেক্ষাও উত্তম। আর যে ব্যক্তি যৌনশক্তিকে বোধশক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছে সে চতুষ্পদ প্রাণী অপেক্ষাও অধম।

টীকা-১৫৯. তারা পৃথিবীতে যার অনুসরণ করতো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এতে যুগের ঐ 'ইমাম'-এর কথা বলা হয়েছে, যার আহ্বানে দুনিয়ার মধ্যে লোকেরা চলে; চাই সেই ব্যক্তি সত্যের প্রতি আহ্বান করুক, কিংবা মিথ্যার প্রতি করুক। মোটকথা এ যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন ঐ নেতার নিকট একত্রিত হবে, যার নির্দেশে তারা দুনিয়ার চলতো। আর তাদেরকে তারই নামে ডাকা হবে। যেমন– 'হে অমুখের অনুসারীগণ!'

টীকা-১৬০. সৎ লোকেরা, যারা পৃথিবীতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো এবং সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তাদেরকে তাদের 'আমলনামা' ডান হাতে প্রদান করা হবে। তাঁরা তাতে নিজের পূণ্যময় কার্যাদিও আনুগত্যগুলো দেখতে পাবে। তখন সেটা অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে। পক্ষান্তরে, যেসব লোক হতভাগ্য কাফির তাদের 'আমলনামা' বাম হাতে প্রদান করা হবে। তারা সেগুলো দেখে লজ্জিত হবে, আর ভয়ের কারণে পুরোপুরি পাঠ করতেও সক্ষম হবে না।

টীকা-১৬১. অর্থাৎ আমলগুলোর সাওয়াবের মধ্যে সেগুলো থেকে সামান্যটুকুও কম করা হবেনা।

রুকূ' - আট

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭১. যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করবো (১৫৯), অতঃপর যাকে আপন 'আমলনামা' দক্ষিণ হস্তে প্রদান করা হবে তখন এসব লোক আপন আপন 'আমলনামা' পাঠ করবে (১৬০); এবং তাদের প্রাপ্য সূতা পরিমাণও বিনষ্ট করা হবে না (১৬১)।

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

৭২. এবং যে ব্যক্তি এ জীবনে (১৬২) অন্ধ হয়, সে পরকালেও অন্ধ (১৬৩) এবং আরো বেশী পথভ্রষ্ট।

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং তারাতো নিকটবর্তী ছিলো (হে হাবীব!) আপনার পদস্খলন ঘটানোর আমার ঐ ওহী থেকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি অন্য কিছুর সম্বন্ধ গড়ে দেন। আর যদি এমন হতো তাহলে তারা আপনাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু করে নিতো (১৬৪)।

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং যদি আমি আপনাকে (১৬৫) অবিচলিত না রাখতাম, তবে এ কথা নিকটবর্তী ছিলো যে, আপনি তাদের প্রতি সামান্য কিছু ঝুঁকে পড়তেন;

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. এবং এমনই হলে আমি আপনাকে দ্বিগুণ বয়স এবং দ্বিগুণ মৃত্যু (১৬৬)-এর স্বাদ প্রদান করতাম। অতঃপর আপনি আমার বিরুদ্ধে আপন কোন সাহায্যকারী পেতেন না।

টীকা-১৬২. পার্থিব জীবনে সত্য দেখার ক্ষেত্রে

টীকা-১৬৩. মুক্তির পথ দেখার ক্ষেত্রে। অর্থ এ যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে কাফির-পথভ্রষ্ট হয়, সে পরকালে অন্ধ হবে। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে তাওবা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু পরকালে 'তাওবা' গ্রহণযোগ্য নয়।

টীকা-১৬৪. শানে নুযূলঃ 'সাক্বীফ' গোত্রের এক প্রতিনিধি দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলতে লাগলো, "যদি আপনি তিনটি আবেদন মঞ্জুর করে নেন তবে আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবো। সে গুলো হচ্ছে– ১) নামাযে মাথা নত করবো না; অর্থাৎ রুকূ'-সাজদা করবোনা, ২) আমরা আমাদের প্রতিমাগুলো আমাদের হাতে ভাঙ্গবোনা এবং ৩) 'লাত'-এর তো পূজা করবো না; কিন্তু এক বৎসর যাবত তা থেকে উপকার লাভ করবো। অর্থাৎ সেটার পূজারীরা যে সব নযর-মান্নত ইত্যাদি উৎসর্গ করতে আনবে সেগুলো উশুল করে নেবো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ঐ দ্বীনের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যার মধ্যে রুকূ'-সাজদা নেই। আর প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার এবং 'লাত' ও 'ওয্যা' দ্বারা উপকার লাভের অনুমতি আমি কখনো দেবোনা।" তারা বলতে লাগলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমরা তো চাই এটাই যে, আপনার নিকট থেকে আমরা এমন সম্মান লাভ করি, যা অন্য কেউ লাভ করেনি, যাতে আমরা গর্ব করতে পারি। এতে যদি আপনার এ আশংকা হয় যে, আরবের লোকেরা আপনার সমালোচনা করবে, তা হলে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশই এমন ছিলো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৬৫. নিষ্পাপ করে

টীকা-১৬৬. এর শাস্তি

টীকা-১৬৭. অর্থাৎ আরব থেকে।

শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ একমত হয়ে চেয়েছিলো যে, সবাই মিলে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরব ভূমি থেকে বের করে দেবে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেননি এবং তাদের ঐ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। এ ঘটনা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১৬৮. এবং শীঘ্র ধ্বংস করে ফেলা হতো।

টীকা-১৬৯. অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ই তাদের মধ্য থেকে আপন রসূলকে বের করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিয়ম রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৭৬. এবং নিশ্চয় নিকটবর্তী ছিলো যে, তারা আপনাকে এ ভূমি থেকে (১৬৭) উৎখাত করবে আপনাকে তা থেকে বের করে দেয়ার জন্য; এবং এমন হলে তারা আপনার পরে টিকে থাকতো না, কিন্তু অল্পকাল (১৬৮)।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾

৭৭. নিয়ম তাদেরই, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি (১৬৯) এবং আপনি আমার কানুনকে পরিবর্তনশীল পাবেন না।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾

রুকূ' - নয়

৭৮. নামায কায়েম রাখুন সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত (১৭০) এবং ভোরের ক্বোরআন (১৭১)। নিঃসন্দেহে, ভোরের ক্বোরআনের মধ্যে ফিরিশ্তাগণ হাযির হয় (১৭২)।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

৭৯. এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটা খাস আপনারই জন্য অতিরিক্ত (১৭৩)। এ কথা নিকটে যে, আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন স্থানে দণ্ডায়মান করবেন যেখানে সবাই আপনার প্রশংসা করবে (১৭৪)।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

৮০. এবং এভাবে আরয করুন! 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যভাবে প্রবেশ করাও এবং সত্যভাবে বাইরে নিয়ে যাও (১৭৫) এবং

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّا

টীকা-১৭০. এতে 'যোহর' থেকে 'এশা' পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ এসে গেছে।

টীকা-১৭১. এটা দ্বারা 'ফজরের নামায'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। এটাকে 'ক্বোরআন' এই জন্য বলা হয়েছে যে, 'ক্বিরআত' নামাযের একটা 'রুক্ন' (অভ্যন্তরীন ফরয)। একটা অংশকে উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তুকেই বুঝানো যায়। যেমন, ক্বোরআন করীমে 'নামায'কে 'রুকূ' এবং 'সাজদা' দ্বারাও বুঝানো হয়েছে।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, 'ক্বিরআত' নামাযের একটা 'রুকন।'

টীকা-১৭২. অর্থাৎ ফজরের নামাযের মধ্যে রাতের ফিরিশ্তাগণও উপস্থিত থাকেন এবং দিনের ফিরিশ্তাগণও এসে যান।

টীকা-১৭৩. 'তাহাজ্জুদ' হচ্ছে নামাযের জন্য নিদ্রা বর্জন করা; অথবা এশার নামাযের পরে শয়নের পর যে নামায পড়া হয় তাকেই বলা হয়।

হাদীস শরীফে 'তাহাজ্জুদ' নামাযের বহু ফযীলত এসেছে। তাহাজ্জুদ নামায বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ফরয ছিলো। অধিকাংশ ইমামের অভিমত এটাই। হুযূর (দঃ)-এর উম্মতের জন্য এ নামায সুন্নাত।

মাস্আলাঃ 'তাহাজ্জুদ'-এর নামায কমপক্ষে, দু'রাক্'আত; মাঝারি, চার রাক্'আত এবং সর্বাধিক, আট রাক্'আত।

সুন্নাত হচ্ছে- দু' দু' রাক্'আতের নিয়ত সহকারে পড়া।

মাস্আলাঃ যদি মানুষ রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতে চায় এবং দু'তৃতীয়াংশ ঘুমাতে চায়, তবে রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। মধ্যবর্তী তৃতীয়াংশে 'তাহাজ্জুদ' পড়া উত্তম। আর যদি অর্দ্ধরাত্রি ঘুমাতে চায় ও অর্দ্ধরাত্রি ইবাদত করতে চায়, তবে (তাহাজ্জুদের জন্য) শেষার্দ্ধ উত্তম।

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত হয় তার জন্য তাহাজ্জুদ ছেড়ে দেয়া মাকরূহ; যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (রাদ্দুল মুহ্তার)

টীকা-১৭৪. 'মক্বামে মাহমূদ' হচ্ছে 'শাফা'আতের স্থান'। এখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই হুযূরের প্রশংসা করবে। এটাই অধিকাংশের অভিমত।

টীকা-১৭৫. যেখানেই আমি প্রবেশ করি এবং যেখান থেকেই আমি বের হয়ে আসি- চাই তা হোক কোন বাসগৃহ কিংবা হোক কোন পদবী অথবা কর্ম।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন, এর অর্থ এ যে, 'আমাকে কবরে সন্তুষ্টি ও পবিত্রতা সহকারে প্রবেশ করাও। আর (ক্বিয়ামতের দিন) পুনরুত্থানের সময় সম্মান ও মর্যাদা সহকারে বের করে আনো!'

কেউ কেউ বলেছেন, অর্থ এই যে, 'আমাকে আপনার আনুগত্যের মধ্যে সত্যতা সহকারে প্রবেশ করান এবং আপনার নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে সত্যতা সহকারে বের করুন।'

এর অর্থের ক্ষেত্রে একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'নবূয়তের পদমর্যাদায়' আমাকে সত্য সহকারে প্রবেশ করান এবং সত্য সহকারেই এই পৃথিবী থেকে বিদায়কালে নবূয়তের সমস্ত কর্তব্য থেকে দায়িত্বমুক্ত করুন।'

অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'আমাকে মদীনা তৈয়্যেবায় পছন্দনীয় অবস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ দান করুন, আর মক্কা মুকার্‌রামাহ্ থেকে আমার বহির্গমন সত্য সহকারে করুন, যাতে আমার অন্তরে দুঃখ না পাই।' কিন্তু এ ব্যাখ্যাটা তখনই বিশুদ্ধ হতে পারে যখন এ আয়াত 'মাদানী' (হিজরতোত্তর অবতীর্ণ) না হয়। যেমন, আল্লামা সুয়ূতী قِيْلَ (কেউ কেউ বলেছেন) বলে এ আয়াত 'মাদানী' হবার অভিমতটা দুর্বল হবার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

টীকা-১৭৬. ঐ ক্ষমতা দান করুন, যা দ্বারা আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারি এবং ঐ যুক্তি-প্রমাণ, যা' দ্বারা আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীদের উপর বিজয় লাভ করি; আর ঐ প্রকাশ্য বিজয়, যা দ্বারা আমি আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করতে পারি।

সূরা : ১৭ বনী ইস্রাঈল ৫২৮ পারা : ১৫

جْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠

আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী বিজয়-শক্তি দাও (১৭৬)।'

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝٨١

৮১. এবং বলুন, 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে (১৭৭)। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিলো (১৭৮)।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝٨٢

৮২. এবং আমি ক্বোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ঐ বস্তু (১৭৯), যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত (১৮০); এবং এ থেকে যালিমদের (১৮১) ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَــُٔوْسًا ۝٨٣

৮৩. এবং যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি (১৮২) তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজের দিকে দূরে সরে যায় (১৮৩)। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে (১৮৪), তখন হতাশ হয়ে পড়ে (১৮৫)।

মানযিল - ৪

উক্ত প্রার্থনা কবূল হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবের মাধ্যমে তাঁর ধর্মকে বিজয়ী করার ও তাঁকে শত্রু থেকে নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

টীকা-১৭৭. অর্থাৎ ইসলাম এসেছে এবং কুফর বিলুপ্ত হয়েছে। অথবা ক্বোরআন এসেছে এবং শয়তান ধ্বংস হয়েছে।

টীকা-১৭৮. কেননা, যদিও মিথ্যা কখনো ধন ও প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব নেই। সেটার পরিণতি হচ্ছে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা।

হযরত ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশ করলেন। তখন পবিত্র কা'বার চতুর্পার্শে তিনশ ষাটটা মূর্তি বসানো ছিলো। সেগুলোকে লৌহ ও দস্তা দ্বারা জুড়ে শক্ত করা হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হস্তে এক টুকরা কাঠ ছিলো। হুযূর এ আয়াত শরীফ পাঠ করে উক্ত কাঠ দ্বারা যেই মূর্তির দিকেই ইঙ্গিত করে যাচ্ছিলেন সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো।

টীকা-১৭৯. সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ,

টীকা-১৮০. যে, সেটা দ্বারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগসমূহ, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা ইত্যাদি দূরীভূত হয় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুস্থতা অর্জিত হয়; মিথ্যা ধর্মবিশ্বাস ও মন্দ চরিত্র দূরীভূত হয়। আর সত্য ধর্ম-বিশ্বাস ও খোদা-পরিচিতি, প্রশংসাযোগ্য গুণাবলী ও উত্তম চরিত্র-সৌন্দর্য লাভ হয়। কেননা, এ মহান কিতাব এমনসব জ্ঞান ও দলিলাদির ধারক যে, তা কাল্পনিক ও শয়তানী অন্ধকার রাশিকে স্বীয় আলোক-রশ্মি দ্বারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর সেটার এক একটা বর্ণ বরকতসমূহের ভাণ্ডার। তা দ্বারা শারীরিক রোগসমূহ এবং জিনের প্রভাব দূর হয়।

টীকা-১৮১. অর্থাৎ কাফিরদের; যারা সেটা অস্বীকার করে।

টীকা-১৮২. অর্থাৎ কাফিরের প্রতি যে, তাকে সুস্বাস্থ্য ও অর্থের প্রাচুর্য দিই; তখন সে আমার স্মরণ, আমাকে ডাকা, আমার আনুগত্য করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা থেকে

টীকা-১৮৩. অর্থাৎ অহংকার করে।

টীকা-১৮৪. কোন মহা বিপদ ও অনিষ্ট এবং কোন অভাব ও দুর্ঘটনা; তখন বিনয় ও কান্নাকাটি করতে করতে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং যখন উক্ত প্রার্থনাসমূহ কবূল হওয়ার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায়না।

টীকা-১৮৫. মু'মিনদের জন্য এমন করা উচিত নয়। যদি প্রার্থনা গৃহীত হতে বিলম্ব হয়, তবে তারা যেন হতাশ হয়ে না পড়ে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশাবাদী থাকে।

টীকা-১৮৬. আমরা আমাদের নিয়মের উপর, তোমরা তোমাদের নিয়মের উপর। যার সত্তার মূল উপাদান অভিজাত ও পবিত্র হয় তার দ্বারা সুন্দর কার্যাদি এবং পবিত্র চরিত্রসুলভ কাজসমূহ সম্পন্ন হয়, আর যার সত্তাগত উপাদান (বা প্রবৃত্তি) অপবিত্র হয়, তার দ্বারা অপবিত্র এবং হীন কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে।

টীকা-১৮৭. ক্বোরাঈশ পরামর্শের জন্য সমবেত হলো এবং তাদের মধ্যে পরস্পর আলোচনা এ হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর কখনো আমরা তাঁকে সততা ও বিশ্বস্ততায় দুর্বল পাইনি। কখনো তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার কোন সুযোগ আমাদের হাতে আসেনি। এখন তিনি নবূয়তের দাবী করে বসেছেন। সুতরাং তাঁর চরিত্র ও তাঁর চালচলনের বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা তো সম্ভবপর নয়; কাজেই, ইহুদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে যে, এমতাবস্থায় কি করা যায়।

এতদুদ্দেশ্যে একটা দলকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করা হলো। ইহুদীগণ বললো, 'তাঁকে তিনটা প্রশ্ন করো। যদি তিনি উক্ত তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন, তবে তো তিনি নবীই নন। আর যদি প্রশ্ন তিনটার জবাব দিয়ে দেন, তবুও তিনি নবী নন। যদি দু'টির জবাব দেন, একটার জবাব না দেন তবেই তিনি সত্য নবী। উক্ত প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে–

৮৪. আপনি বলুন, 'প্রত্যেকে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে (১৮৬)। সুতরাং তোমাদের প্রতিপালক ভালভাবে অবহিত আছেন কে অধিক সরল পথে আছে।'

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۟ ع

রুকূ' – দশ

৮৫. এবং আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, 'রূহ' আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে একটা বস্তু।' এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়নি, কিন্তু সামান্য (১৮৭)।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۟

৮৬. এবং আমি ইচ্ছা করলে এ ওহী, যা আমি আপনার প্রতি করেছি, তা প্রত্যাহার করে নিতাম (১৮৮)। অতঃপর আপনি কাউকেও এমন পেতেন না, যে আপনার পক্ষে আমার সম্মুখে এর উপর ওকালতি করতো;

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۟ۙ

৮৭. কিন্তু আপনার প্রতিপালকের রহমত (১৮৯)। নিশ্চয় আপনার উপর তাঁর মহা অনুগ্রহ রয়েছে (১৯০)।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۟

৮৮. আপনি বলুন, 'যদি মানুষ ও জিন্ সবাই এ কথার উপর একমত হয়ে যায় যে (১৯১), এ ক্বোরআনের অনুরূপ আনয়ন করবে, তবে এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তাদের পরস্পর পরস্পরের জন্য সাহায্যকারী হয় (১৯২)।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۟

এক) 'আস্‌হাব-ই-কাহ্‌ফ' (গুহাবাসী-গণ)-এর ঘটনা, দুই) 'যুল-ক্বারনাঈন'-এর ঘটনা এবং তিন) 'রূহ'-এর অবস্থা (সম্পর্কে)।

সুতরাং ক্বোরাঈশীগণ হুযূর (দঃ)-কে উক্ত তিনটি প্রশ্ন করলো। তিনি 'আস্‌হাব-ই-কাহ্‌ফ' ও 'যুল ক্বারনাঈন'-এর ঘটনা তো বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলেন এবং 'রূহ'-এর অবস্থা অস্পষ্ট রাখলেন, যেভাবে তাওরীতে অস্পষ্ট রাখা হয়েছিলো। ক্বোরাঈশ এ প্রশ্নগুলো করে লজ্জিত হলো।

অবশ্য, এতে মতভেদ রয়েছে যে, প্রশ্ন কি 'রূহ'-এর বাস্তব অবস্থা (হাক্বীক্বত) সম্পর্কে ছিলো, না সেটা 'সৃষ্ট হওয়া' সম্পর্কে ছিলো। জবাব উভয়টারই দেয়া হয়েছে। আর আয়াতে এটাও বিবৃত হয়েছে যে, সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের সামনে সামান্য, যদিও وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ -এর সম্বোধন ইহুদীদের সাথে খাস হয়।

টীকা-১৮৮. অর্থাৎ ক্বোরআন করীমকে বক্ষসমূহ ও কিতাবপত্র থেকে মুছে ফেলতাম এবং সেটার কোন চিহ্ন ও বাকী রাখতাম না।

টীকা-১৮৯. যে, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে স্থায়ী রেখেছি এবং যে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন থেকে পবিত্র রেখেছি। হযরত ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেছেন, "ক্বোরআন পাক খুব পড়ো এর পূর্বে যে, ক্বোরআন পাককে উঠিয়ে নেয়া হবে। কেননা, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ক্বোরআন পাককে উঠিয়ে নেয়া হবেনা।"

টীকা-১৯০. যে, তিনি আপনার উপর ক্বোরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন এবং সেটাকে স্থায়ী ও অক্ষুন্ন রেখেছেন। আর আপনাকে সমস্ত বনী আদমের সরদার ও সর্বশেষ নবী করেছেন এবং 'মাক্বামে মাহমূদ' দান করেছেন।

টীকা-১৯১. ভাষালংকার শাস্ত্র, সুন্দর বাচনভঙ্গী ও বিন্যাস, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ এবং আল্লাহর পরিচিতির বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন পূর্ণতার মধ্যেই,

টীকা-১৯২. শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ বলেছিলো, "আমরা ইচ্ছা করলে এ ক্বোরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারি। এর জবাবে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন যে, স্রষ্টার বাণীর মতো সৃষ্টির কথা কখনো হতে পারে না। যদিও তারা সবাই পরস্পর মিলে প্রচেষ্টা চালায় তবুও সম্ভবপর নয় যে, অনুরূপ 'কালাম' রচনা করবে। সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে। সমস্ত কাফির অক্ষম হয়েছে

এবং তাদেরকে অপমানিত হতে হয়েছে। তারা একটা লাইনও ক্বোরআন করীমের মুকাবিলায় রচনা করে পেশ করতে পারেনি।

টীকা-১৯৩. এবং সত্যকে অস্বীকার করার পথই বেছে নিলো।

টীকা-১৯৪. শানে নুযূলঃ যখন ক্বোরআন করীমের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ভালভাবে প্রকাশিত হলো এবং সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করে দিলো, আর কাফিরদের জন্য কোন অজুহাতের অবকাশ থাকেনি, তখন তারা মানুষের মনে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রকারের নিদর্শন দাবী করতে লাগলো। আর তারা এ কথা বলে দিলো, "আমরা কখনো আপনার উপর ঈমান আনবোনা।" বর্ণিত আছে যে, ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরদের নেতৃবৃন্দ কা'বা মু'আয্‌যমায় একত্রিত হলো এবং তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ আনলেন। অতঃপর তারা বললো, "আমরা আপনাকে এ জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আজ পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে আপনার সাথে বিরোধ মীমাংসা করে নেবো, যাতে আমরা পুনরায় আপনার বিষয়ে সঙ্গত কারণে অপারগ বলে বিবেচিত হই।

আরবে কোন ব্যক্তি এমন হয়নি, যে আপন সম্প্রদায়ের উপর এমন সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যা আপনি করেছেন। আপনি আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে মন্দ বলেছেন, আমাদের দ্বীনের প্রতি দোষারোপ করেছেন, আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বুদ্ধিহীন সাব্যস্ত করেছেন, উপাস্যগুলোর অবমাননা করেছেন, দলীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন, আপনি কোন প্রকার ক্ষতি না করে ক্ষান্ত হননি। এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? যদি আপনি ধন চান, তবে আমরা আপনার জন্য এতো বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করবো যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। যদি মান-সম্মান চান তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করে নেবো। যদি রাজত্ব ও সাম্রাজ্য চান তাহলে আমরা আপনাকে 'বাদশাহ' মেনে নেবো। এ সব কাজ করার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আর যদি আপনি কোন মানসিক রোগে ভোগে থাকেন কিংবা কোন ব্যাকুলতায় ভোগে থাকেন তাহলে আমরা আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো আর এতে যত অর্থই ব্যয় হোক আমরা তা বহন করবো।"

৮৯. এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ ক্বোরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি। অতঃপর অধিকাংশ মানুষ মানে নি, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (১৯৩)।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾
৯০. এবং বললো যে, 'আমরা আপনার উপর কখনো ঈমান আনবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের জন্য ভূমি হতে কোন প্রস্রবণ উৎসারিত করবেন না (১৯৪)।	وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا ﴿٩٠﴾

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "সেগুলোর মধ্যে কোনটাই নয়। আমি ধন-সম্পদ, সালতানাৎ ও নেতৃত্ব কোনটারই সন্ধানী নই। ঘটনা শুধু এতটুকুই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রসূল করে প্রেরণ করেছেন এবং আমার প্রতি স্বীয় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে তা মান্য করার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালের অনুগ্রহ প্রাপ্তির সুসংবাদ দিই এবং অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাই। আমি তোমাদের নিকট আপন প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য পৃথিবী ও পরকালের সৌভাগ্য। আর যদি অমান্য করো, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহ্‌র ফয়সালার অপেক্ষা করবো।"

এটা শুনে ঐসব লোক বললো, "হে মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যদি আমাদের উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলো গ্রহণ না করেন, তাহলে এসব পর্বতকে হটিয়ে দিন, পরিষ্কার ময়দান বের করে আনুন, নদী-নালা প্রবাহিত করে দিন এবং আমাদের মৃত পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করে দিন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো যে, আপনি যা বলছেন তা সত্য কিনা। যদি তারা বলে দেয়, তাহলে আমরা মেনে নেবো।"

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "আমি এসব কাজের জন্য প্রেরিত হইনি। যা কিছু পৌঁছানোর জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি, যদি তোমরা মান্য করো, তাহলে তোমাদের সৌভাগ্য, আর অমান্য করলে আমি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করবো।"

কাফিরগণ বললো, "আপনি আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে একজন ফিরিশ্‌তা ডেকে আনুন, যিনি আপনার সত্যতা ঘোষণা করবেন। আর আপনার জন্য বাগান, প্রাসাদ এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডারসমূহ চেয়ে নিন।"

এরশাদ করলেন, "আমি এজন্যও প্রেরিত হইনি। আমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।"

এর জবাবে তারা বলতে লাগলো, "তাহলে আমাদের উপর আকাশ ভেঙ্গে পতিত করুন।" আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললো, "আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহ্‌কে ও ফিরিশ্‌তাদেরকে আমাদের সম্মুখে হাযির করবেন না।"

এর উপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত মজলিশ থেকে উঠে আসলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়্যাও তাঁর সাথে উঠে আসলো। আর বলতে লাগলো, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো আপনার উপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানের উপর আরোহণ করেন এবং না আমার চোখের সামনেই সেখান থেকে একটা কিতাব এবং ফিরিশ্‌তাদের একটি দল নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ্‌র শপথ! এটাও যদি করে দেখান, আমার মনে হয় তবুও আমি মানবো না।"

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, এসব লোক এতই জেদ ও একগুঁয়েমীর মধ্যে রয়েছে এবং সত্যের প্রতি তাদের শত্রুতা সীমাতিক্রম করে গেছে, তখন তাদের এ অবস্থার উপর তিনি দুঃখিত হলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে।

৯১. অথবা আপনার জন্য খেজুরের অথবা আঙ্গুরের কোন বাগান হবে, অতঃপর সেটার মধ্যে চলমান নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

৯২. অথবা আপনি আমাদের উপর আসমানের পতন ঘটাবেন, যেমন আপনি বলেছেন, খণ্ড-বিখণ্ড করে, অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্‌তাদেরকে জামিন হিসেবে নিয়ে আসবেন (১৯৫);

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

৯৩. অথবা আপনার জন্য একটা স্বর্ণ নির্মিত ঘর হবে; অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আরোহণের উপরও কখনো ঈমান আনবোনা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উপর একটা কিতাব অবতীর্ণ করবেন না, যা আমরা পাঠ করবো। আপনি বলুন, 'পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের জন্য। আমি কে হই? কিন্তু মানুষ, আল্লাহ্‌রই প্রেরিত (১৯৬)।'

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

রুকূ' – এগার

৯৪. এবং কোন্ কথা মানুষকে ঈমান আনতে বাধা দিয়েছে যখন তাদের নিকট হিদায়ত এসেছে, কিন্তু এটাই যে, তারা বলেছে, 'আল্লাহ্ কি মানুষকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন (১৯৭)?'

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٤﴾

৯৫. আপনি বলুন, 'যদি পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তাগণ থাকতো (১৯৮) নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করতো, তাহলে তাদের উপর রসূলও আমি ফিরিশ্‌তা অবতারণ করতাম (১৯৯)।'

قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿٩٥﴾

৯৬. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ যথেষ্ট সাক্ষীরূপে আমার ও তোমাদের মধ্যে (২০০)। নিশ্চয় তিনি আপন বান্দাদেরকে জানেন, দেখেন।'

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

৯৭. এবং আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদান করেন, সে-ই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন (২০১) তবে তাদের জন্য তাঁকে ব্যতীত কোন অভিভাবক পাবেন না (২০২) এবং আমি তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের মুখের উপর ভর করে (২০৩) উঠাবো অন্ধ, মূক ও বধির করে (২০৪)। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম; যখন কখনো স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো।

وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۖ مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

টীকা-১৯৫. আমাদের সামনে আপনার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১৯৬. আমার কাজ আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। তা আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন যে পরিমাণ মু'জিযা ও নিদর্শন বিশ্বাস ও মনের শান্তনার জন্য দরকার ছিলো তা অপেক্ষা বহু বেশী পরিমাণে আমার প্রতিপালক প্রকাশ করেছেন। অকাট্য দলীল স্থির করার কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন একথা বুঝে নাও যে, রসূলকে অস্বীকার করার ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি কি হয়?

টীকা-১৯৭. রসূলগণকে 'মানুষ' বলেই জানতে থাকে এবং তাঁদের নবূয়তের পদ-মর্যাদা ও খোদাপ্রদত্ত পূর্ণতাসমূহকে স্বীকার করেনি ও মেনে নেয় নি। এটাই তাদের কুফরের মূল কারণ ছিলো। আর এ জন্যই তারা বলে বেড়াতো, "কোন ফিরিশ্‌তা কেন প্রেরণ করা হয়নি।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমান, "হে হাবীব! তাদেরকে

টীকা-১৯৮. তারা'ই সেখানে বসবাস করতো

টীকা-১৯৯. কেননা, সে-ই তাদের সমজাতীয় হতো; কিন্তু যখন পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করে তখন তাদের রসূল হিসাবে ফিরিশ্‌তা চাওয়া নিতান্তই অশোভন।

টীকা-২০০. আমার সত্যতা ও রিসালতের দায়িত্বাবলী সম্পন্ন করা এবং তোমাদের মিথ্যা ও শত্রুতার উপর।

টীকা-২০১. ও সৎ পথে আসার জন্য সাহায্য না করেন,

টীকা-২০২. যে তাদেরকে হিদায়ত করবে।

টীকা-২০৩. হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে

টীকা-২০৪. যেমন তারা পৃথিবীতে সত্য দেখা, বলা ও শুনা থেকে অন্ধ, মূক ও বধির সেজে বসেছে তেমনই তাদেরকে উঠানো হবে।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৮. এটা তাদের শাস্তি, এ জন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বললো, 'যখন আমরা অস্থিসমূহ ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তবুও কি সত্যি সত্যি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো?'

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. এবং তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, ঐ আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন (২০৫) ঐসব লোকের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারেন (২০৬)? এবং তিনি তাদের জন্য (২০৭) একটা নির্দিষ্ট কাল স্থির করে রেখেছেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি, যালিমগণ মান্য করেনা, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে (২০৮)।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾ ع

১০০. আপনি বলুন, 'যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারসমূহের মালিক হতে (২০৯) তবে সেগুলোকেও ধরে রাখতে এ আশংকায় ব্যয় হয়ে যায় কিনা– এবং মানুষ অতিশয় কৃপণ।'

রুকূ' – বার

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾

১০১. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে নয়টা সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি (২১০); সুতরাং আপনি বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন! যখন সে (২১১) তাদের নিকট আসলো, তখন তাকে ফিরআউন বললো, 'হে মূসা! আমার ধারণায় তো তোমার উপর যাদু করা হয়েছে (২১২)।'

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾

১০২. বললেন, 'তুমি অবশ্যই ভালভাবে অবগত আছো (২১৩) যে, এ গুলো অবতারণ করেননি কিন্তু আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকই, অন্তরের চোখগুলো– উন্মুক্তকারী (২১৪); এবং আমার ধারণায় তো হে ফিরআউন, অবশ্যই তোমার ধ্বংস আসন্ন (২১৫)।

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

১০৩. অতঃপর সে ইচ্ছা করলো যে, তাদেরকে (২১৬) ভূ-খণ্ড থেকে উচ্ছেদ করবে;

টীকা-২০৫. এমন মহান ও প্রশস্ত তিনি,

টীকা-২০৬. এটা তাঁর ক্ষমতার আশ্চর্যের কিছুই নয়।

টীকা-২০৭. শাস্তির অথবা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের

টীকা-২০৮. সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও।

টীকা-২০৯. যেগুলোর কোন শেষ নেই

টীকা-২১০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, উক্ত নয়টা নিদর্শন হচ্ছে এইঃ ১) লাঠি, ২) শুভ্র হস্ত, ৩) ঐ তোৎলানো, যা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের জিহ্বা মুবারকে ছিলো, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তা দূরীভূত করলেন, ৪) সমুদ্রের পানি দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া এবং তার মাঝখানে রাস্তা হয়ে যাওয়া, ৫) তুফান, ৬) ফড়িং, ৭) ঘুন, ৮) ব্যাঙ এবং ৯) রক্ত। তন্মধ্যে শেষোক্ত ছয়টির বিস্তারিত বিবরণ নবম পারার ষষ্ঠ রুকূ'তে গত হয়েছে।

টীকা-২১১. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-২১২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয়, যাদুর প্রভাবের কারণে, আপনার বিবেক-বুদ্ধি বহাল নেই; অথবা 'مَسْحُوْرًا' শব্দটা 'سَاحِرًا' (যাদুকর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ দাঁড়াবে ঐসব আশ্চর্যজনক বস্তু, যেগুলো আপনি দেখাচ্ছেন, এ সবই যাদুর চমৎকারিত্ব মাত্র। এর জবাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-২১৩. হে হঠকারী ফিরআউন!

টীকা-২১৪. যে, ওসব নিদর্শন দ্বারা আমার সত্যতা ও আমার যাদুর প্রভাবমুক্ত হওয়া এবং এসব নিদর্শন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হওয়াই সুস্পষ্ট।

টীকা-২১৫. এটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের পক্ষ থেকে ফিরআউনের ঐ উক্তির খণ্ডন যে, সে তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছিলো; কিন্তু তার উক্তি মিথ্যা ও অসার ছিলো। এ কথা সে নিজেও জানতো, কিন্তু তার হঠকারিতা তাকে এ কথা বলতে বাধ্য করেছিলো। আর তাঁর বর্ণনা সত্য ও বিশুদ্ধ। সুতরাং বাস্তবেও অনুরূপ ঘটেছিলো।

টীকা-২১৬. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে মিশরের

টীকা-২১৭. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ও তাঁর সম্প্রদায়কে আমি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছি।

টীকা-২১৮. অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়ার ভূ-খণ্ডে। (খাযিন ও ক্বোরতাবী)

টীকা-২১৯. অর্থাৎ ক্বিয়ামত

টীকা-২২০. ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার নির্দ্ধারিত স্থানে। অতঃপর সৌভাগ্যবান ও হতভাগ্যদেরকে এককে অপর থেকে পৃথক করবো।

টীকা-২২১. শয়তানের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রয়েছে এবং কোন প্রকার পরিবর্তন তাতে স্থান পায়নি। 'তিব্য়ান'-এ বর্ণিত হয় যে, 'সত্য' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্তা মুবারকের কথা বুঝানো হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আয়াত শরীফের এ বাক্যটি প্রত্যেক প্রকারের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এক পরীক্ষিত 'আমল'। রোগস্থলের উপর হাত রেখে এটা পাঠ করে যদি ফুঁক দেয়া হয় তাহলে আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে, রোগ দূরীভূত হয়ে যায়।

فَأَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾

তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে- সবাইকেই নিমজ্জিত করেছি (২১৭)।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. এবং এরপর আমি বনী ইস্রাঈলকে বলেছি, 'এই ভূ-খণ্ডে বসবাস করো (২১৮)! অতঃপর যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি আসবে (২১৯) তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্র করে উপস্থিত করবো (২২০)।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. এবং আমি ক্বোরআনকে সত্য সহকারেই অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যের জন্যই অবতীর্ণ করেছি (২২১)। এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. এবং ক্বোরআনকে আমি পৃথক পৃথক করে (২২২) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন (২২৩) এবং আমি সেটাকে ক্রমশঃ থেমে থেমে অবতীর্ণ করেছি (২২৪)।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

১০৭. আপনি বলুন, 'তোমরা এর উপর ঈমান আনো অথবা না আনো (২২৫)! নিশ্চয় ঐসব লোক যারা এটা অবতীর্ণ হবার পূর্বে জ্ঞান লাভ করেছে (২২৬), যখনই তাদের উপর পাঠ করা হয়, তখন তারা থুতনির উপর ভর করে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে।'

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

১০৮. এবং বলে, 'পবিত্রতা আমাদের প্রতিপালকের জন্য; নিঃসন্দেহে, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবারই ছিলো (২২৭)।'

মুহাম্মদ ইবনে সাম্মাক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর ভক্তবৃন্দ বোতল নিয়ে একজন খৃষ্টান চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন লোকের দেখা হলো। লোকটা অতীব হাসিমুখ ও মনোরম পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁর শরীর মুবারক থেকে অতি পবিত্র খুশবু আসছিলো। তিনি বললেন, "কোথায় যাচ্ছেন?" তাঁরা বললেন, "ইবনে সাম্মাকের (প্রস্রাবের) বোতল দেখানোর জন্য অমুখ চিকিৎসকের নিকট যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা! আল্লাহ্‌র ওলীর জন্য আল্লাহ্‌র শত্রুর নিকট সাহায্য চাচ্ছেন? বোতলটা ফেলে দিন! ফিরে যান। আর তাঁকে বলুন! ব্যথার স্থলে হাত রেখে পড়ুন, " وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ " ('ওয়াবিল হাক্বক্বি আনযালনাহু ওয়া বিল হাক্বক্বি নাযালা'।) এ কথা বলে উক্ত বুযর্গ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঐ ভক্তবৃন্দ ফিরে গিয়ে ইবনে সাম্মাককে ঘটনাটা বললেন। তিনি ব্যথার স্থানে হাত রেখে ঐ কলেমাটা পাঠ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। অতঃপর ইবনে সাম্মাক বললেন, "তিনি ছিলেন- হযরত খিযির। (আলা নবীয়্যিনা ওয়া আলায়হিস্ সালাম)।

টীকা-২২২. তেইশ বছর সময়ের মধ্যে।

টীকা-২২৩. যাতে সেটার বিষয়বস্তুসমূহ সহজে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে।

টীকা-২২৪. কল্যাণ ও ঘটনার চাহিদা মোতাবেক।

টীকা-২২৫. এবং নিজেদের জন্য পরকালের অনুগ্রহ অবলম্বন করো কিংবা জাহান্নামের শাস্তি।

টীকা-২২৬. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ঈমান এনেছেন, যাঁরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশের পূর্ব থেকেই তাঁর অপেক্ষায় ও সন্ধানরত ছিলেন, আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নবূয়ত প্রকাশের পর ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন- যায়দ ইবনে আমর ইব্‌নে নুফায়ল, সালমান ফারসী এবং আবূ যার প্রমুখ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।)

টীকা-২২৭. যা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে এরশাদ করেছিলেন। তা হচ্ছে- "শেষ যুগের নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করবেন।"

টীকা-২২৮. আপন প্রতিপালকের দরবারে বিনয় ও আবেদন সহকারে এবং নম্র হৃদয়ে

টীকা-২২৯. মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন করীম তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, "ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নাকাটি করেছে।"

টীকা-২৩০. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, এক রাতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ সাজদারত ছিলেন। আর আপন সাজদায় তিনি বলছিলেন " يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ (এয়া আল্লাহু! এয়া রাহমানু!)" আবূ জাহ্‌ল তা শুনে বলতে লাগলো, "(হযরত) মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তো কয়েকজন উপাস্যের উপাসনা করতে বাধা দেন, অথচ নিজে দু'জনকেই আহ্বান করছেন- 'আল্লাহ্'কে ও 'রাহমান'কে।" (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ্' ও 'রাহমান' দু'টি নাম একই সত্য মা'বূদের; চাই, যে কোন নামেই আহ্বান করো।

টীকা-২৩১. অর্থাৎ (এমন) মাঝারি স্বরে পড়ো, যাতে 'মুক্তাদী' সহজে শুনতে পায়।

শানে নুযূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররামায় যখন আপন সাহাবীদের ইমামত করতেন তখন উচ্চস্বরে ক্বিরআত পাঠ করতেন। মুশরিকগণ শুনতো। তখন ক্বোরআন পাককে এবং এর অবতারণকারীকে ও যাঁর উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে-সবাইকে গালি দিতো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-২৩২. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণা রয়েছে।

টীকা-২৩৩. যেমন মুশরিকরা বলে থাকে।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩ (সাজদাহ্‌-৪)

১০৯. 'এবং থুতনির উপর ভর করে লুটিয়ে পড়ে (২২৮) ক্রন্দনরত হয়ে, আর এ ক্বোরআন তাদের অন্তরের বিনয় বৃদ্ধি করে (২২৯)।'

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

১১০. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্' বলে আহ্বান করো কিংবা 'রহমান' বলে ডাকো- যা বলেই আহ্বান করো- সবই তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম (২৩০)। এবং আপন নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়ো, না একে বারে ক্ষীণ স্বরে এবং এই দু'-এর মধ্যখানে পথ সন্ধান করো (২৩১)।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

১১১. এবং এভাবে বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ করেন নি (২৩২) এবং বাদশাহীর মধ্যে কেউ তাঁর শরীক নেই (২৩৩) এবং দুর্বলতার কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই (২৩৪); এবং তাঁরই মহত্ব ঘোষণার নিমিত্ত 'তাক্‌বীর' বলো (২৩৫)। ★

টীকা-২৩৪. অর্থাৎ তিনি দুর্বল নন, যে কারণে তাঁর কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়।

টীকা-২৩৫. হাদীস শরীফে আছে, "ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের প্রতি সর্বপ্রথম ঐসব লোককে ডাকা হবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র 'হাম্‌দ' বা প্রশংসা করে।" অন্য হাদীসে বর্ণিত হয় যে, সর্বোৎকৃষ্ট দো'আ হচ্ছে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্‌) আর সর্বোৎকৃষ্ট 'যিকর' হচ্ছে- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌!)। (তিরমিযী শরীফ)

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট চারটা কলেমা খুব প্রিয়- (১) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (২) اَللّٰهُ اَكْبَرُ (৩) سُبْحَانَ اللّٰهِ (৪) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, ২) আল্লাহু আকবর, ৩) সুবহানাল্লাহ্‌ এবং ৪) আলহাম্‌দু-লিল্লাহ্‌।)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এই আয়াতের নাম 'আয়াতুল ইয্‌য' (সম্মানের আয়াত)ও। আবদুল মুত্তালিব বংশের শিশুগণ যখন কথা বলতে আরম্ভ করতো তখন তাদেরকে সর্বপ্রথম এ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ শিখানো হতো। ★

****

★ 'সূরা বনী ইস্রাঈল' সমাপ্ত।

টীকা-১. এই সূরার নাম- **'সূরা কাহ্ফ'**। এই সূরা মক্কী; অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ। এতে ১১০টি আয়াত, ১৫৭৭টি পদ এবং ৬৩৬০টি বর্ণ আছে।

সূরা কাহ্ফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কাহ্ফ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১১০ রুকূ'-১২

রুকূ' - এক

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আপন বান্দা (২)-এর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন (৩) এবং সেটার মধ্যে বাস্তবিকই কোন বক্রতা রাখেন নি (৪)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ①

২. ন্যায় বিচার সম্বলিত কিতাব; যাতে (৫) আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ঈমানদারদেরকে- যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ দেন যে, তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে;

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ ②

৩. যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে;

مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ ③

৪. এবং ঐসব (৬)-কে সতর্ক করবেন, যারা এ কথা বলে, 'আল্লাহ্ আপন কোন সন্তান গ্রহণ করেছেন।'

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ ④

৫. এ সম্পর্কে না তারা কোন জ্ঞান রাখে, না তাদের পিতৃপুরুষেরা (৭), কী সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে! নিছক মিথ্যা কথা বলছে।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۭ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۭ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤

৬. তবে সম্ভবতঃ আপনি আত্ম-বিনাশী হয়ে পড়বেন তাদের পেছনে যদি তারা এ বাণীর উপর (৮) ঈমান না আনে, আক্ষেপে (৯)।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥

৭. নিশ্চয় আমি পৃথিবীর শোভা করেছি (তাকেই,) যা কিছু সেটার উপর রয়েছে (১০), যাতে তাদেরকে এ পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কার কর্ম উত্তম (১১)।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

৮. এবং নিশ্চয় যা কিছু সেটার উপর রয়েছে একদিন আমি তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করে ছাড়বো (১২)।

وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ۭ ⑧

৯. আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা (১৩) আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো?

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ⑨

১০. যখন ঐ যুবকরা (১৪) গুহায় আশ্রয়

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ

টীকা-২. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৩. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক, যা তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট অনুগ্রহ এবং বান্দাদের জন্য মুক্তি ও সাফল্যেরই কারণ।

টীকা-৪. না শব্দগত, না অর্থগত, না তাতে কোন মতভেদ আছে, না পরস্পর বিরোধ।

টীকা-৫. কাফিরদেরকে

টীকা-৬. কাফিরগণ

টীকা-৭. নিরেট মূর্খতাবশতঃ এ অপবাদ দেয় এবং এমনই ভিত্তিহীন কথা বকতে থাকে।

টীকা-৮. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফের উপর

টীকা-৯. এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরে শান্তনা দেয়া হয়েছে এ বলে, "আপনি ঐ বে-ঈমানদের ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে এতো দুঃখ ও বিষণ্ণতা বোধ করবেন না এবং আপন পবিত্র প্রাণকে এ দুঃখেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না।

টীকা-১০. চাই তা প্রাণী হোক কিংবা উদ্ভিদ অথবা খনিসমূহ হোক কিংবা নদী-নালা।

টীকা-১১. এবং কে এই পৃথিবীর মায়া-মোহ ত্যাগ করে এবং কে অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকে।

টীকা-১২. এবং আবাদ হবার পর ধ্বংস করে দেবো আর উদ্ভিদ ও গাছপালা ইত্যাদি- যেসব বস্তু সাজ-সজ্জারই ছিলো সেগুলো থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং দুনিয়ার এ অস্থায়ী সৌন্দর্যে মোহিত হয়োনা।

টীকা-১৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, 'রাক্বীম' (رقيم) ঐ উপত্যাকার নাম, যাতে 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ' (গুহাবাসীগণ) রয়েছেন। আয়াতে ঐ গুহাবাসীদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে যে, তাঁরা

টীকা-১৪. আপন কাফির সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য-

টীকা-১৫. এবং পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য; রিয্ক্ব ও মাগফেরাত এবং শত্রুদের আক্রমন থেকে নিরাপত্তা প্রদান করুন।

আস্হাব-ই-কাহ্ফ

সর্বাধিক শক্তিশালী অভিমত এ যে, তাঁরা ছিলেন সাতজন সম্মানিত ব্যক্তি। যদিও তাঁদের নামের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ আছে, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বর্ণনা মতে, যা 'তাফ্সীর-ই-খাযিন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের নাম নিম্নরূপঃ ১) মাক্সালমীনা (مكسلمينا), ২) ইয়ামলীখা (يمليخا), ৩) মারতূনাস্ (مرطونس), ৪) বায়নূনাস্ (بينونس), ৫) সারীনূনাস (سارينونس), ৬) যূ-নুওয়ানাস্ (ذونوانس) এবং ৭) কাশাফীত তানূনাস্ (كشفيططنونس)। আর তাঁদের কুকুরের নাম 'ক্বিত্মীর' (قطمير)।

বৈশিষ্টাবলীঃ ❒ উক্ত নামগুলো লিখে ঘরের দরজায় লাগিয়ে দিলো ঘর জ্বলে যাওয়া থেকে নিরাপদে থাকে, ❒ মূলধনের উপর রেখে দিলে চুরি হয়না, ❒ নৌকা অথবা জাহাজ সেগুলোর বরকতে ডুবে যায়না, ❒ পলাতক ব্যক্তি সেগুলোর বরকতে ফিরে আসে, ❒ কোথাও আগুন লাগলে আর এ নামগুলো কাপড়ের উপর লিখে আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়, ❒ শিশুদের কান্নাকাটি, পালা জ্বর, মাথা ব্যথা, ভয়ে শিশুদের চমকিয়ে ওঠা (ام الصبيان), জল ও স্থলের সফরের মধ্যে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, বোধশক্তির তীক্ষ্মতা ও বন্দীদের মুক্তি লাভের জন্য এই নামগুলো লিখে তাবিজরূপে হাতের বাহুতে বেঁধে দেয়া যায়। (জুমাল)

ঘটনাঃ হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের পর 'ইন্জীল'-এর অনুসারীদের অবস্থা অতি খারাপ হয়েগেলো। তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হলো এবং অন্যান্যদেরকেও মূর্তিপূজায় বাধ্য করতে লাগলো।

তাদের মধ্যে দাক্বইয়ানূস্ বাদশাহ্ বড় অত্যাচারী ছিলো। সে যে ব্যক্তি মূর্তি পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাতো তাকে হত্যা করে ফেলতো। 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ' 'আফ্সোস্' নামক শহরের অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ঈমানদার লোক ছিলেন। তাঁরা দাক্বইয়ানূসের যুলুম ও জবরদস্তি থেকে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করলেন এবং পার্শ্ববর্তী পর্বতের এক গুহার মধ্যে আশ্রয় দিলেন। তাঁরা সেখানে শুয়ে পড়লেন।

তিনশ' বছরের ও অধিককাল যাবৎ তাঁরা এমতাবস্থায় থাকেন। বাদশাহ্ তালাশ করে জানতে পারলো যে, তাঁরা পাহাড়ের গুহায় আছেন। তখন সে নির্দেশ দিলো যেন গুহাটাকে একটা কংকর ঢালাই কৃত দেয়াল নির্মাণ করে বন্ধ করে দেয়া হয়, যাতে তাঁরা সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আর সেটাই যেন তাঁদের কবর হয়ে যায়। এটাই (তার পক্ষ থেকে) তাঁদের শাস্তি।

সরকারী আমলাদের মধ্য থেকে যাঁকে ঐ দায়িত্ব দেয়া হলো তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। তিনি উক্ত 'আসহাব'-এর নাম, সংখ্যা ও পূর্ণ ঘটনা দস্তার ফলকের উপর খোদাই করিয়ে তামার সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করে গুহার দেয়ালের ভিতের মধ্যে সংরক্ষিত করে দিলেন। এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ধরণের একটা ফলক শাহী রাজকোষের মধ্যেও সংরক্ষিত হয়েছে।

সূরা ঃ ১৮ কাহ্ফ	৫৩৬	পারা ঃ ১৫
নিলো, অতঃপর বললো, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার নিজ থেকে অনুগ্রহ দান করো(১৫) এবং আমাদের কাজকর্মে আমাদের জন্য সঠিক পথ-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করো।		فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠
মানযিল - ৪		

কিছুকাল পর দাক্বইয়ানূসের মৃত্যু হলো। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হলো। সালতানাৎ পরবর্তিত হলো। শেষ পর্যন্ত একজন নেককার বাদশাহ্ ক্ষমতায় এলেন। তাঁর নাম ছিলো– 'বায়দ্রুস' (بيدروس)। তিনি আটষট্টি সাল যাবৎ রাজত্ব করেছিলেন।

অতঃপর দেশে দলাদলি আরম্ভ হলো। কতেক লোক মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার কথা অস্বীকার করতে লাগলো। বাদ্শাহ্ একটা নির্জন গৃহে বন্দী হয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি কান্নাকাটি করতে করতে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন– "হে প্রতিপালক! এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করো, যা দ্বারা সৃষ্টির মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে।"

সেই যুগে এক ব্যক্তি তার ছাগলগুলোর জন্য আরামদায়ক স্থান লাভের উদ্দেশ্যে ঐ গুহাটাকেই ঠিক করলো এবং দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেললো। দেয়াল ভেঙ্গে পড়ার পর এমন কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো যে, যারা দেয়াল ভাঙ্গতে গিয়েছিলো তারা পালিয়ে এলো।

'আসহাব-ই-কাহ্ফ' আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে জাগ্রত হলেন। তাঁদের চেহারা প্রস্ফুটিত, খোশ্-মেজাজ, জীবনের নব-উদ্দীপনা ছিলো উপস্থিত। একে অপরকে সালাম করলেন। নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হলেন। নামায শেষে ইয়ামলীখাকে বললেন, "আপনি যান এবং বাজার থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্যও ক্রয় করে নিয়ে আসুন! আর এ খবরও নিয়ে আসুন যে, দাক্বইয়ানূস্ আমাদের সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করে।"

তিনি বাজারে গেলেন এবং নগর রক্ষার প্রাচীরের মূল ফটকে ইসলামী চিহ্ন দেখতে পান। নতুন নতুন লোকের সাক্ষাৎ হলো। তাদেরকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নামের শপথ করতে শুনেন। আশ্চর্যান্বিত হলেন। একি ব্যাপার! গতকাল পর্যন্ত তো কেউ আপন ঈমান প্রকাশ করতে পারতো না। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নাম উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর আজ ইসলামী চিহ্নাবলী নগর রক্ষার প্রাচীরের উপর শোভা পাচ্ছে! লোকেরা নির্ভয়ে হযরতের নামে শপথ করছে!

অতঃপর তিনি রুটী বিক্রেতার দোকানে গেলেন। খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য তাকে দাক্বইয়ানুস বাদ্শাহ্র মুদ্রায় টাকা দিলেন; অথচ সে গুলো কয়েক শতাব্দি থেকে অচল হয়ে গিয়েছিলো এবং ঐ মুদ্রা দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্টই ছিলোনা।

বাজারের লোকেরা মনে করলো যে, কোন পুরাতন গুপ্তধন তাঁর হাতে এসেছে। তারা তাঁকে ধরে নগর প্রশাসকের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি সৎ লোক

ছিলেন। তিনিও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন– "এ গুপ্তধন কোথায়?" তিনি বললেন, "গুপ্তধন কোথাও নেই। এ টাকা আমাদের নিজস্ব।" প্রশাসক বললেন, "এ কথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এতে যে সন লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতো তিনশ বছরের অধিক পূর্বেকার। অথচ আপনি একজন যুবক লোক। আর আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমরা তো কখনো এই মুদ্রা দেখতে পাইনি।"

তিনি (ইয়ামলীখা) বললেন, "আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাবে ঠিক ঠিক বলবেন, তবেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একথা বলো যে, দাক্বইয়ানূস্ বাদশাহ কোন্ অবস্থায় ও কোন্ খেয়ালে আছে।" প্রশাসক বললেন, "বর্তমানে সেই নামের কোন বাদশাহ্ ভূ-পৃষ্ঠে নেই। অবশ্য শত শত বছর পূর্বে একজন বে-ঈমান বাদশাহ্ এ নামের গত হয়েছে।" তিনি বললেন, "গতকালই তো আমরা তার ভয়ে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেছি। আমার সাথীরা নিকটস্থ পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। চলো, আমি তোমাদেরকে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।"

প্রশাসক ও শহরের নেতৃবর্গ এবং জনগণের একটা বিরাট দল তাঁর সঙ্গে গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছলো। "আস্হাব-ই-কাহ্ফ' ইয়ামলীখার অপেক্ষায় ছিলেন। বহু লোকের আগমনের শব্দ ও পদধ্বনি শুনে তাঁরা ভাবলেন, "ইয়ামলীখা ধরা পড়েছেন এবং দাক্বইয়ানূসের সৈন্যরা আমাদের সন্ধানে আসছে।" তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে, এসব লোক এসে পৌঁছলো। ইয়ামলীখা সমস্ত ঘটনা শুনালেন। এসব হযরত বুঝতে পারলেন, "আমরা আল্লাহর হুকুমে এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঘুমন্ত ছিলাম। আর এখন এ জন্যই জাগরিত হয়েছি যেন মানুষের জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার প্রমাণ ও নিদর্শন (কায়েম) হয়।

সূরা ঃ ১৮ কাহ্‌ফ ৫৩৭ পারা ঃ ১৫

فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ⑪

১১. অতঃপর আমি ঐ গুহায় তাদের কানের উপর হাতে গোনা কয়েকটা বছর অতিবাহিত করালাম (১৬)।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ⑫

১২. অতঃপর আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম যাতে দেখি (১৭) দু'দলের মধ্যে কোন্‌টা তাদের অবস্থিতিকাল অধিক সঠিকভাবে বর্ণনা করে।

রুকূ' – দুই

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ⑬

১৩. আমি তাদের ঠিক ঠিক অবস্থা আপনাকে শুনাচ্ছিঃ তারা কয়েকজন যুবক ছিলো, যারা আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিলো এবং আমি তাদের মধ্যে হিদায়ত বৃদ্ধি করেছি।

وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا

১৪. এবং আমি তাদের চিত্তের দৃঢ়তাকে মজবুত করে দিয়েছি যখন তারা (১৮) দণ্ডায়মান হয়ে বললো, 'আমাদের প্রতিপালক হন তিনিই,

মানযিল – ৪

প্রশাসক গুহার মুখে পৌঁছতেই তামার সিন্দুক দেখতে পেলেন। সেটা খুলতেই দস্তার ফলকটা বেরিয়ে আসলো। ঐ ফলকের উপর এই 'আস্হাবের' নাম এবং তাঁদের কুকুরের নাম লিপিবদ্ধ ছিলো। এটাও লিপিবদ্ধ ছিলো, "এ দলটা আপন দ্বীন-ধর্ম রক্ষার জন্য দাক্বইয়ানূসে ভয়ে এই গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। দাক্বইয়ানূস খবর পেয়ে একটা দেয়াল নির্মাণ করিয়ে তাঁদের গুহার মধ্যে আটকিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা এ বৃত্তান্ত এ জন্যই লিপিবদ্ধ করলাম যে, যদি কখনো গুহার মুখ খুলে যায় তখন লোকেরা তাঁদের অবস্থা জানতে পারবে।"

এই ফলকটা পাঠ করে সবাই অবাক হলো। আর লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করলো এ জন্য যে, তিনি এমন নিদর্শন প্রকাশ করলেন, যা দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়।

প্রশাসক বাদশাহ্ 'বায়দূরুস'-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনিও আমীর-উমারা এবং রাজন্যবর্গকে সাথে নিয়ে হাযির হলেন এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাজদা করলেন। এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন।

'আসহাব-ই-কাহ্ফ' বাদশাহর সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর বললেন, "আমরা তোমাকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম। وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (এবং আল্লাহ্ তোমার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন!), আল্লাহ্ তোমাকে ও তোমার রাজ্যকে রক্ষা করুন! আর জিন্ ও মানব জাতির অনিষ্ট থেকে হিফাযত করুন!"

বাদ্শাহ দণ্ডায়মান ছিলেন। আর এসব হযরত তাঁদের নিদ্রাস্থলের দিকে ফিরে গিয়ে নিদ্রারত হলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ওফাত দিলেন। বাদ্শাহ্ তাঁদের শবদেহগুলোকে শাল বৃক্ষের কাঠের সিন্দুকে সংরক্ষিত করলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা ভয়ভীতি দ্বারাই সেগুলোকে হিফাযত করলেন– কারো সাধ্য নেই যে, সেখানে পৌঁছবে। বাদ্শাহ্ গুহার মুখে একটা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। আর একটা খুশীর দিন নির্ণয় করলেন, যাতে প্রত্যেক বছর লোকে ঈদের ন্যায় সেখানে হাযির হয়। (খাযিন ইত্যাদি)

মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'সালেহীন' বান্দাদের মধ্যে 'ওরস'-এর প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই।

টীকা-১৬. অর্থাৎ তাঁদেরকে এমন নিদ্রায় শায়িত করলেন যে, কোন শব্দই তাঁদেরকে জাগরিত করতে পারেনি।

টীকা-১৭. যে, 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ'-এর

টীকা-১৮. দাক্বইয়ানূস বাদশাহর সামনে

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ⑭

যিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আমরা তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদের ইবাদত করবোনা। এমন হলে আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনের কথা বলেছি।

هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑮

১৫. এ যে আমাদের সম্প্রদায়, তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে রেখেছে; তারা কেন উপস্থিত করছেনা তাদের সম্মুখে কোন স্পষ্ট প্রমাণ? অতঃপর তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে(১৯)?'

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ⑯

১৬. এবং যখন তোমরা তাদের নিকট থেকে ও যা কিছু তারা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছে সেসব থেকে পৃথক হয়ে যাও, তখন গুহার আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য আপন দয়া বিস্তার করবেন এবং তোমাদের কাজের সহজতার উপায়-উপকরণ তৈরী করে দেবেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ⑰

১৭. এবং হে মাহবূব! আপনি সূর্যকে দেখবেন যে, যখন তা উদিত হয় তখন তা তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যায় এবং যখন অস্ত যায় তখন তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে হেলে অতিক্রম করে যায় (২০); অথচ তারা ঐ গুহায় উন্মুক্ত চত্বরে রয়েছে (২১)। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। যাকে আল্লাহ্ সৎপথ দেখান, তবে সেই সঠিক পথে রয়েছে এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তবে কখনো তার কোন অভিভাবক, পথ প্রদর্শনকারী পাবেন না।

রুকূ' - তিন

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ⑱

১৮. এবং আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে করবেন (২২) এবং তারা নিদ্রিত; আর আমি তাদেরকে ডান-বাম পার্শ্বদ্বয় পরিবর্তন করাই (২৩) এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে গুহাদ্বারে চৌকাঠের উপর (২৪)। হে শ্রোতা! যদি তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়েও দেখো তাহলে তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে এবং তাদের ভয়ে পূর্ণ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে (২৫)।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا

১৯. এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম (২৬) যে, তারা একে অপরের অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে (২৭)। তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসাকারী বললো (২৮), 'তোমরা এখানে কতকাল অবস্থান করেছো?' কেউ কেউ বললো, 'একদিন অবস্থান করেছি অথবা

টীকা-১৯. এবং তাঁর জন্য শরীক ও সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে। অতঃপর তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে বললো

টীকা-২০. অর্থাৎ তাদের উপর সারা দিন ছায়া থাকে এবং সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন একটা মুহূর্তেই রোদের তাপ তাদের শরীরে স্পর্শ করেনা।

টীকা-২১. এবং তাজা হাওয়া তাদের গায়ে লাগে।

টীকা-২২. কেননা, তাঁদের চক্ষুসমূহ খোলা রয়েছে

টীকা-২৩. বছরে একবার মুহররমের দশ তারিখে

টীকা-২৪. যখন তাঁরা পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, সেটাও পার্শ্ব-পরিবর্তন করে।

বিশেষদ্রষ্টব্যঃ 'তাফসীর-ই-সা'ভী'তে আছে, যে কেউ এ কলেমাগুলো (আয়াতাংশ)

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

লিখে সাথে রাখে, সে কুকুরের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।

টীকা-২৫. আল্লাহ্ তা'আলা এমন ভয় ভীতি দ্বারা তাদের সংরক্ষণ করেছেন যে, তাদের নিকটে কেউ পৌঁছতে পারেনা। হযরত মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় 'কাহফ' (গুহা)-এর দিকে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি 'আস্হাব-ই-কাহফ'-এর নিকট যেতে চাইলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আন্হুমা তাঁকে নিষেধ করলেন এবং এ আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর একটা দল হযরত আমীর মু'আবিয়ার নির্দেশে সেখানে প্রবেশ করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত করলেন, যার তাপে সবাই জ্বলে গেলো।

টীকা-২৬. এক দীর্ঘ মেয়াদকাল পর

টীকা-২৭. এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহা ক্ষমতা দেখে তাঁদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো এবং তাঁর অনুগ্রহসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

টীকা-২৮. অর্থাৎ মাক্সালমীনা, যিনি তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও তাঁদের সরদার ছিলেন।

টীকা-২৯. কেননা, তাঁরা গুহার মধ্যে সূর্যোদয়কালে প্রবেশ করেছিলেন আর যখন জাগ্রত হলেন তখন সূর্য অস্তমিত হবার নিকটবর্তী ছিলো। এ কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সেটা ঐ দিনই।

মাস্‌আলাঃ এ'তে প্রতীয়মান হয় যে, 'ইজ্‌তিহাদ' বৈধ এবং ধারণার আধিক্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করাও দুরস্ত আছে।

টীকা-৩০. তাঁরা হয়ত 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা জানতে পারলেন যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, অথবা তাঁরা এমন কিছু দলীল-প্রমাণ লাভ করেছিলেন, যেমন- লোম ও নখসমূহ বেড়ে যাওয়া, যার কারণে তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে।

أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ⑲

একদিনের কিছু কম(২৯)।' অন্যান্যরা বললো, 'তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন কতকাল তোমরা অবস্থান করেছো (৩০)। সুতরাং তোমাদের মধ্যে একজনকে এ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে (৩১) নগরে প্রেরণ করো! অতঃপর সে গভীরভাবে লক্ষ্য করবে যে, সেখানে কোন্ খাদ্য অধিক পবিত্র (৩২) যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং সে যেন নম্রতা অবলম্বন করে ★ এবং কিছুতেই যেন কাউকেও তোমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে না দেয়।

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ⑳

২০. নিশ্চয়, তারা যদি তোমাদের বিষয়ে জেনে যায়, তবে তোমাদেরকে পাথর বর্ষণ করে হত্যা করবে (৩৩) অথবা তাদের ধর্মে (৩৪) ফিরিয়ে নেবে এবং এমন হলে তোমাদের কখনো মঙ্গল হবে না।'

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ㉑

২১. এবং এ ভাবে আমি তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম (৩৫), যাতে লোকেরা জ্ঞাত হয় (৩৬) যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই; যখন ঐসব লোক তাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করতে লাগলো (৩৭); অতঃপর (তারা) বললো, 'তাদের গুহার উপর কোন ইমারত নির্মাণ করো!' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তারা বললো, যারা এ কাজে প্রবল ছিলো (৩৮), 'শপথ রইলো যে, আমরা তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করবো (৩৯)।'

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا

২২. এখন বলবে (৪০), 'তারা তিনজন, চতুর্থটি তাদের কুকুর;' এবং কিছুলোক বলবে, 'তারা পাঁচজন, ষষ্ঠটি তাদের কুকুর'-না দেখে

টীকা-৩১. অর্থাৎ বাদশাহ দাক্বইয়ানুসের মুদ্রায় টাকা-পয়সা, যা তাঁরা ঘর থেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং শয়নকালে তাঁদের শিয়রে রেখেছিলেন।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসাফির রাহ্ খরচ সাথে রাখলে তা 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। নির্ভর আল্লাহ্‌র উপরই রাখা চাই।

টীকা-৩২. এবং তাতে হারাম বা অবৈধতার কোনরূপ সন্দেহ নেই।

টীকা-৩৩. এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করবে।

টীকা-৩৪. অর্থাৎ জোর-যুলুম দ্বারা কুফরী ধর্মে

টীকা-৩৫. লোকেদেরকে দাক্বইয়ানুসের মৃত্যু ও দীর্ঘ সময়সীমা অতিবাহিত হবার পর,

টীকা-৩৬. এবং বায়দ্‌রুসের সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব লোক মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবার কথা অস্বীকার করে তারা অবহিত হয়ে যায়

টীকা-৩৭. অর্থাৎ তাঁদের ওফাতের পর তাঁদের চতুর্পাশে ইমারত নির্মাণের বিষয়ে;

টীকা-৩৮. অর্থাৎ বায়দ্‌রুস বাদশাহ্ ও তার সাথী।

টীকা-৩৯. যার মধ্যে মুসলমানগণ নামায পড়বে এবং তাঁদের নৈকট্য দ্বারা বরকত অর্জন করবে। (মাদারিক)

মাস্‌আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুযর্গদের মাযারের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা মু'মিনদের প্রাচীন নিয়ম এবং ক্বোরআন করীমে এর উল্লেখ করা ও নিষেধ না করা এ কাজটা বৈধ হবার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, বুযর্গদের নিকটে বরকত পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ্-ওয়ালাদের মাযারে লোকেরা বরকত অর্জন করার জন্য গমন করে থাকে এবং এ কারণেই কবরসমূহের যিয়ারত করা সুন্নত ও সাওয়াব অর্জনের উপায়।

টীকা-৪০. খৃষ্টানগণ, যেমন তাদের মধ্য থেকে 'সৈয়দ' ও 'আক্বিব' বলেছে,

★ ক্বোরআনের অর্দ্ধাংশ বর্ণের সংখ্যানুসারে; সুতরাং 'তা' ('ইয়া'র পর) প্রথমার্ধের এবং ২য় লাম হচ্ছে শেষার্ধের।

টীকা-৪১. যা না জেনে বলে দেয়, তা কোন মতেই শুদ্ধ হতে পারেনা।

টীকা-৪২. আর এসব উক্তিকারী হচ্ছে মুসলমান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উক্তিকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। কেননা, তাঁরা যা কিছু বলেছেন, তা নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করে বলেছেন।

টীকা-৪৩. কেননা, জগৎসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহ্রই রয়েছে অথবা তিনি যাঁকে দান করেন।

টীকা-৪৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, "আমি ঐ অল্প সংখ্যক লোকের অন্তর্ভূক্ত, যাঁদের কথা আয়াতে আলাদা (استثناء) করে বলা হয়েছে।

টীকা-৪৫. কিতাবীদের সাথে

টীকা-৪৬. এবং ক্বোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সে টুকুর উপরই যথেষ্ট করুন এবং এ বিষয়ে ইহুদীদের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেয়ার জন্য তৎপর হবেন না;

بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

অনুমাণের উপর ভিত্তি করে (৪১); এবং কিছুলোক বলবে, 'তারা সাতজন (৪২) এবং অষ্টমটি তাদের কুকুর।' আপনি বলুন, 'আমার প্রতিপালক তাদের সংখ্যা ভাল জনেন (৪৩)।' তাদের সংখ্যা জানেনা, কিন্তু অল্প কয়েকজনই (৪৪)। সুতরাং তাদের সম্পর্কে (৪৫) বিতর্ক করোনা, কিন্তু এতটুকু আলোচনা, যা প্রকাশ পেয়েছে (৪৬); এবং তাদের (৪৭) সম্পর্কে কোন কিতাবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনা।

রুকূ' – চার

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৩. এবং কখনো আপনি কোন বিষয়ে বলবেন না যে, 'আমি এটা আগামীকাল করবো;

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৪. কিন্তু এ যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (৪৮);' এবং আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো যখন তুমি ভুলে যাও- (৪৯) এবং এভাবে বলো, 'সম্ভবতঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এটা (৫০) অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ দেখাবেন (৫১)।'

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৫. এবং তারা নিজেদের গুহায় তিনশ বছর অবস্থান করেছিলো, আরো নয় বছর বেশী (৫২)।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ'-এর

টীকা-৪৮. অর্থাৎ যখন কোন কাজের ইচ্ছা হয় তখন এ কথা বলা উচিৎ- 'ইন্শাআল্লাহ্ তা'আলা এমন করবো।' 'ইন্শাআল্লাহ্' ব্যতীত বলা উচিৎ নয়।

শানে নুযূলঃ মক্কাবাসীগণ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যখন 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ'-এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো, তখন হুযূর এরশাদ করলেন, "আগামীকাল বলবো এবং 'ইন্শাআল্লাহ্' বলেন নি। অতঃপর কয়েকদিন ওহী আসেনি। অতঃপর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ 'ইন্শাআল্লাহ্ তা'আলা' বলতে স্মরণ না থাকলে যখনই স্মরণ হয় তখনই বলে নেবে। হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর মতে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মজলিসে থাকবে।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

কতেক তাফসীরকারক বলেন, "অর্থ এই যে, যদি কোন নামাযের কথা ভুলে যায় তবে স্মরণ হতেই তা আদায় করে নেবে।" (বোখারী ও মুসলিম)

কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, 'অর্থ এ যে, যখন আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো তখনই তুমি নিজে নিজেকে ভুলে যাবে! কেননা, এটাই যিক্রের পূর্ণতা যে, 'যিক্রকারী', যাকে 'যিক্র' বা স্মরণ করে তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কবি (আল্লামা রূমী 'ফানা ফিল্লাহ্' বা আল্লাহ্তে বিলীন হবার স্তরের বর্ণনা দিয়ে) বলেনঃ ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام ؛ جلگی مذکور ماند والسلام

অর্থাৎঃ "ঐ মকামে (স্তরে) 'সালিক' (আল্লাহ্র পথের পথিক) পৌঁছলে তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হন যে, যিক্রকারী 'সালিক' তার যিকহ সব কিছু হারিয়ে ফেলে, তখন শুধু 'মাযরে' (যাকে স্মরণ করে) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার যাত (সত্তা)-এর তাজাল্লী রহমতও শাক্তির মধ্যে ঐ মালিক বান্দাকে ঘিরে ফেলে।"

টীকা-৫০. 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ'-এর ঘটনার বিবরণ ও সেটার সংবাদ দেয়া

টীকা-৫১. অর্থাৎএমন সব মু'জিযা দান করবেন, যা আমার নবূয়তের পক্ষে তদপেক্ষাও বেশী সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। যেমন, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থাদির বিবরণ, অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান, ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন সব ঘটনার বর্ণনা, চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করণ এবং জীবজন্তুগুলো দ্বারা স্বীয় নবূয়তের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করানো ইত্যাদি। (খাযিন ও জুমাল)

টীকা-৫২. এবং যদি তারা এ সময়-সীমার বিষয়ে বিতর্ক করে তবে,

টীকা-৫৩. তাঁরই বর্ণনা সত্য;

শানে নুযূলঃ নাজরানের খৃষ্টানগণ বলেছিলো, "তিনশ বছর তো ঠিক আছে কিন্তু আরো নয় বছর বৃদ্ধি কিভাবে করা হলো? এ সম্পর্কে তো আমাদের জ্ঞান নেই।" এর জবাবে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ۗ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ۝٢٦

২৬. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ ভাল জানেন তারা কতকাল অবস্থান করেছিলো (৫৩);' তারই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়; তিনি কতই উত্তম দেখেন এবং কতই উত্তম শুনেন (৫৪)! তিনি ব্যতীত তাদের (৫৫) কোন অভিভাবক নেই এবং তিনি আপন হুকুম দানের মধ্যে কাউকেও শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝٢٧

২৭. এবং পাঠ করুন যা আপনারই প্রতিপালকের কিতাব (৫৬) আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই (৫৭) এবং কখনই আপনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝٢٨

২৮. এবং আপন আত্মাকে তাদেরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালককে আহ্বান করে, তাঁরই সন্তুষ্টি চায় (৫৮) এবং আপনার চক্ষুদ্বয় যেন তাদেরকে ছেড়ে অন্য দিকে না ফিরে; আপনি কি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য কামনা করবেন? এবং তার কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং সে আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে আর তার কার্যকলাপ সীমাতিক্রম করে গেছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۝٢٩

২৯. এবং বলে দিন, 'সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকেই (৫৯); সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফর করুক (৬০)।' নিশ্চয় আমি যালিমদের (৬১) জন্য ঐ আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার দেয়ালসমূহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে এবং যদি (৬২) পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ঐ পানি দ্বারা, যা গলিত ধাতুর ন্যায় যে, তার মুখমণ্ডল ভুনে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় (৬৩) এবং দোযখ কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা!

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝٣٠

৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আমি তাদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা, যাদের কর্ম ভাল হয় (৬৪)।

টীকা-৫৪. কোন প্রকাশ্য ও কোন অপ্রকাশ্যই তাঁর নিকট গোপন নেই।

টীকা-৫৫. আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের

টীকা-৫৬. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীক

টীকা-৫৭. অন্য কারো এতে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করার ক্ষমতা নেই।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে মশগুল থাকে।

শানে নুযূলঃ কাফিরদের নেতৃবৃন্দের একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলো, "গরীব ও দুরবস্থাসম্পন্ন লোকদের সাথে বসতে আমরা লজ্জাবোধ করি। আপনি যদি তাদেকে আপনার সান্নিধ্য থেকে আলাদা করে দেন তাহলে আমরা ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়ে যাবো। আর আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে বহু সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে।" এ প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ তাঁর সাহায্য দ্বারা; এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আমি তো মুসলমানদেরকে তাদের দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের মন রক্ষার জন্য আপন মজলিস মুবারক থেকে পৃথক করবো না।

টীকা-৬০. নিজেদের পরিণতি-পরিণামের কথা ভেবে নিক ও বুঝে নিক যে,

টীকা-৬১. অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-৬২. পিপাসার তীব্রতার কারণে

টীকা-৬৩. আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়! হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "তা হচ্ছে দূষিত পানি, যায়তূন তেলের গাদের মতো।" তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, যখন তা মুখের নিকটস্থ করা হবে তখন মুখের চামড়া সেটার উত্তাপে জ্বলে নীচে খসে পড়বে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, তা হবে গলিত রাঙ্গতা ও পিতল।

টীকা-৬৪. বরং তাদেরকে তাদের সৎকর্মসমূহের পুরস্কার দিই।

أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

৩১. তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের বাগান। সেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত এবং সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে (৬৫) এবং তারা সুক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করবে, সেখানে সুসজ্জিত আসনের উপর সমাসীন হবে (৬৬); কতই উত্তম পুরস্কার এবং জান্নাত কতই উত্তম আরামদায়ক স্থান!

রুকূ' - পাঁচ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং তাদের সম্মুখে দু'জন পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করুন (৬৭) যে, তাদের মধ্যে একজনকে (৬৮) আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছি এবং সেই দু'টিকেই খেজুর বৃক্ষসমূহ দ্বারা ঢেকে নিয়েছি এবং সেই দু'টির মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র রেখেছি (৬৯)।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. উভয় বাগান নিজ নিজ ফলদান করলো এবং তাতে কোন কিছু কম দেয়নি (৭০) এবং উভয়ের মধ্যখানে আমি নহর প্রবাহিত করেছি।

وَّكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصٰحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং সে (৭১) ফলমূলের মালিক ছিলো (৭২)। অতঃপর সে আপন সাথী (৭৩)-কে কথা প্রসঙ্গে অহংকার করে বলতো (৭৪), 'আমি তোমার চেয়ে ধন সম্পদে অধিক হই এবং জনবল বেশী রাখি (৭৫)।'

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَدًا ﴿٣٥﴾

৩৫. আপন বাগানে প্রবেশ করলো (৭৬) আপন আত্মার উপর অত্যাচারী অবস্থায় (৭৭), বললো, 'আমি মনে করিনা যে, এটা কখনো ধ্বংস হবে;

وَّمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلٰى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং আমি মনে করিনা যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যদি আমি (৭৮) আমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরে যাই, তবেও তো অবশ্যই এই বাগান অপেক্ষা অধিক উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাবো (৭৯)।'

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. তার সাথী (৮০) তার প্রত্যুত্তরে বললো, 'তুমি কি তাঁরই সাথে কুফর করছো, যিনি তোমাকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, অতঃপর পরিশোধিত পানির ফোঁটা থেকে; তারপর তোমাকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ করেছেন (৮১)?

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾

৩৮. কিন্তু আমি তো এ কথাই বলি, 'আল্লাহ্ই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাউকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করিনা।'

টীকা-৬৫. প্রত্যেক বেহেশ্তীকে তিনটা করে কংকন পরানো হবে- স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তার। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওযূর পানি যেখানে যেখানে পৌঁছে সেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ বেহেশ্তী অলংকার দ্বারা সজ্জিত করা হবে।

টীকা-৬৬. শাহী শান-শওকত বা মহা আড়ম্বর সহকারে থাকবেন।

টীকা-৬৭. যাতে কাফির ও মু'মিন তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আপন আপন পরিণতি-পরিণাম সম্পর্কে অনুধাবন করে। আর সেই দু'জন পুরুষের অবস্থা হচ্ছে এ যে,

টীকা-৬৮. অর্থাৎ কাফিরকে

টীকা-৬৯. অর্থাৎ সেগুলোকে অতি উত্তম ক্রম-বিন্যাসের সাথে বিন্যস্ত করেছি।

টীকা-৭০. বসন্ত খুব সুন্দরভাবে আগমন করেছে

টীকা-৭১. বাগানের মালিক, এতদ্ব্যতীত আরো

টীকা-৭২. অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের বস্তু।

টীকা-৭৩. ঈমানদার

টীকা-৭৪. এবং দম্ভভরে ও আপন সম্পদের উপর গর্ব করে বলতে লাগলো যে,

টীকা-৭৫. আমার সম্প্রদায় ও গোত্র বড়; কর্মচারী, সেবক ও চাকর-বাকর অনেক রয়েছে।

টীকা-৭৬. এবং মুসলমানের হাত ধরে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। সেখানে তাকে গর্ব সহকারে চতুর্দিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ালো এবং প্রত্যেক প্রকারের বস্তু দেখালো

টীকা-৭৭. কুফর সহকারে এবং বাগানের সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে অহংকারী হয়ে গেলো এবং

টীকা-৭৮. যেমন তোমার ধারণা, আর আমিও মনে মনে ধরে নিই,

টীকা-৭৯. কেননা, পৃথিবীতেও আমি উৎকৃষ্ট স্থান পেয়েছি।

টীকা-৮০. মুসলমান

টীকা-৮১. বোধশক্তি, পরিণত বয়স, শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন। আর তুমি সব কিছু পেয়েও কাফির হয়ে গেছো!

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং কেন এমন হলো না যে, যখন তুমি আপন বাগানে প্রবেশ করেছো তখন বলতে, 'আল্লাহ্ যা চান; আমাদের কোন জোর নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্যের (৮২)।' যদি তুমি আমাকে তোমার চেয়ে ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে নিকৃষ্টতর হিসেবে দেখতে (৮৩)–

فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾

৪০. তবে এটা সন্নিকটে যে, আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন (৮৪) এবং তোমার বাগানের উপর আস্‌মান থেকে বিজলীসমূহ অবতারণ করবেন; তখন তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে থেকে যাবে (৮৫);

أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾

৪১. অথবা সেটার পানি ভূ-গর্ভে ধ্বসে যাবে (৮৬), অতঃপর তুমি কখনো সেটার সন্ধান করতে পারবে না (৮৭)।

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সেটার ফল পরিবেষ্টিত করা হলো (৮৮) তখন আপন হাত মোচড়াতে মোচড়াতে রয়ে গেলো (৮৯) ঐ মূলধনের উপর যা এ বাগানে ব্যয় করেছিলো এবং তা আপন মাচানগুলোর উপর পতিত হলো (৯০) এবং বলতে লাগলো, 'হায়, আমি যদি কাউকেও আপন প্রতিপালকের সাথে শরীক না করতাম!'

وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং তার নিকট এমন কোন দল ছিলো না যে, আল্লাহ্‌র সম্মুখে তার সাহায্য করতো, না সে প্রতিশোধ নেয়ার উপযোগী ছিলো (৯১)।

هُنَالِكَ الْوَلَٰيَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾ ع ١٤ ١٦

৪৪. এখানে সুস্পষ্ট হয় (৯২) যে, ইখতিয়ার সত্যই আল্লাহ্‌র। তাঁর পুরস্কার সর্বাধিক উত্তম এবং তাঁকে মান্য করার পরিণাম সবচেয়ে ভালো।

রুকূ' – ছয়

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. এবং তাদের (৯৩) পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন (৯৪)ঃ যেমন– এক পানি আমি আসমান থেকে অবতীর্ণ করেছি, অতঃপর সেটার মাধ্যমে ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হলো (৯৫), যা শুষ্ক ঘাস হয়ে গেছে, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় (৯৬) এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (৯৭)।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَٰقِيَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও পুত্রগণ– এটা পার্থিব জীবনেরই শোভা (৯৮); এবং স্থায়ী উত্তম

টীকা-৮২. এবং যদি তুমি বাগান দেখে 'মা'শাআল্লাহ' (আল্লাহ যা চান) বলতে আর এ কথা স্বীকার করতে যে, এ বাগান এবং সেটার সমস্ত আয় ও লাভ আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছা এবং তাঁরই অনুগ্রহ ও বদান্যতারই ফল এবং সবকিছু তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত– ইচ্ছা করলে সেটাকে আবাদ রাখেন, ইচ্ছা করলে ধ্বংস করেন। এ কথা বললে তা তোমার জন্য মঙ্গলই হতো, তুমি কেন এমন করলে না?

টীকা-৮৩. এ কারণে অহংকারে লিপ্ত ছিলে এবং নিজে নিজেকে বড় মনে করতে

টীকা-৮৪. দুনিয়ায় অথবা আখিরাতে

টীকা-৮৫. যে, তাতে উদ্ভিদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি,

টীকা-৮৬. নীচের দিকে চলে যাবে, যাতে কোন মতেই তা বের করা যাবেনা।

টীকা-৮৭. সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে; শাস্তি এসেছে।

টীকা-৮৮. এবং বাগান একেবারেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে,

টীকা-৮৯. অনুশোচনায় ও আক্ষেপে

টীতা-৯০. এমতাবস্থায় পৌঁছে তার মনে মু'মিনের উপদেশের কথা স্মরণ হয় এবং তখন সে বুঝতে পারে যে, এটা তার কুফর ও অবাধ্যতারই কুফল।

টীকা-৯১. যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে ফিরিয়ে আনতে পারতো।

টীকা-৯২. এবং এমতাবস্থায় বুঝা যায়

টীকা-৯৩. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৯৪. যে, সেটার অবস্থা এমনই–

টীকা-৯৫. ভূ-পৃষ্ঠ তরুতাজা হয়েছে, অতঃপর স্বল্প সময়েই এমন হলো–

টীকা-৯৬. এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

টীকা-৯৭. সৃষ্টি করার উপরও এবং ধ্বংস করার উপরও। এ আয়াতের মধ্যে দুনিয়ার সজীবতা, ঔজ্জ্বল্য, প্রফুল্লতা এবং সেটা বিলীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপমা সবুজ তৃণলতার সাথে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে সবুজ তৃণলতা তরুতাজা হয়ে পরে বিলীন হয়ে যায় এবং সেটার নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনা, এমনি অবস্থা দুনিয়ার অসার জীবনেরও। এর উপর অহংকারী এবং এর প্রতি মোহিত ও আসক্ত হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

টীকা-৯৮. কবর ও আখিরাতের জন্য পথের পাথেয় নয়। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন– ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ারই ক্ষেত মাত্র, আর সৎ কর্মসমূহ হচ্ছে পরকালের এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনেক বান্দাকে এ সবটিই দান করেন।

টীকা-৯৯. الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ (স্থায়ী উত্তম কথাবার্তা) দ্বারা 'সৎকর্ম সমূহ'-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। যার ফলাফল মানুষের জন্য স্থায়ী হয়। যেমন- পঞ্জেগানা নামায, তাস্‌বীহ ও তাহ্‌মীদ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও প্রসংশা বাক্যসমূহ পাঠ করা)। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম " باقيات صالحات " অধিক মাত্রায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "সেগুলো কি?"

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

কথাবার্তা (৯৯), সেগুলোর পুরস্কার আপনার প্রতিপালকের নিকট উত্তম এবং তা আশার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝

৪৭. এবং যে দিন আমি পর্বতসমূহকে সঞ্চালিত করবো (১০০) আর আপনি পৃথিবীকে উন্মুক্ত দেখবেন (১০১) এবং আমি তাদেরকে উঠাবো (১০২), তখন তাদের মধ্যে কাউকেও ছাড়বো না।

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ؗ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝

৪৮. এবং সবাইকে আপনার প্রতিপালকের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত করা হবে (১০৩)। নিঃসন্দেহে, তোমরা আমার নিকট তেমনিভাবে এসেছো যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (১০৪); বরং তোমাদের ধারণা ছিলো যে, আমি কখনো তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুতির সময় রাখবো না (১০৫)।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

৪৯. এবং আমলনামা রাখা হবে (১০৬), অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, তারা তাঁর লিখন থেকে ভীত থাকবে এবং (১০৭) বলবে, 'হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! এ লিপিটার কি হলো! না সেটা কোন ছোট পাপকে বাদ দিয়েছে, না বড়কে; কিন্তু সেটাকে তা পরিবেষ্টন করেছে।' এবং আপন সব কৃতকর্ম তারা সামনে পেয়েছে; আর আপনার প্রতিপালক কারো উপর যুলুম করেন না (১০৮)।

রুকূ' - সাত

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

৫০. এবং স্মরণ করুন, যখন আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেছি, 'আদমকে সাজদা করো (১০৯)!' তখন সবাই সাজ্‌দা করলো ইব্‌লীস্ ব্যতীত; সে জিন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। অতঃপর সে আপন প্রতিপালকের নির্দেশ থেকে বের হয়ে গেলো (১১০)। তবে কি তোমরা তাকে ও তার বংশধরকে আমার পরিবর্তে বন্ধু রূপে গ্রহণ করছো (১১১)? এবং তারা তোমাদের শত্রু। যালিমগণ কতই নিকৃষ্ট বিনিময় পেলো (১১২)!

مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

৫১. না আমি আস্‌মানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি-কালে তাদেরকে সামনে বসিয়ে নিয়েছিলাম,

এরশাদ ফরমালেন, " اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ 'আল্লাহু আকবর' লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কু্‌ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'; পাঠ করা।

টীকা-১০০. যে, আপন অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত হয়ে মেঘের ন্যায় আকাশে রওয়ানা হয়ে যাবে।

টীকা-১০১. না সেটার উপর কোন পর্বত থাকবে, না ইমারত, না গাছ পালা।

টীকা-১০২. কবরসমূহ থেকেও হিসাব অনুষ্ঠানের স্থানে হাযির করবো।

টীকা-১০৩. প্রত্যেক উম্মতের দলের কাতার পৃথক পৃথক; আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন-

টীকা-১০৪. জীবিত, বস্ত্রহীন শরীরে, খোলা পায়ে এবং সম্পদহীনাবস্থায়।

টীকা-১০৫. যেই প্রতিশ্রুতি আমি নবীগণের ভাষায় দিয়েছিলাম। এটা তাদেরকেই বলা হবে, যে সব লোক মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করতো;

টীকা-১০৬. প্রত্যেকের; তার হাতেই। মু'মিনের ডান হাতে, কাফিরের বাম হাতে।

টীকা-১০৭. তাতে আপন পাপ-কার্যাদি লিখিত দেখে

টীকা-১০৮. না কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেন, না কারো সৎকর্মসমূহ হ্রাস করেন।

টীকা-১০৯. সম্মান প্রদর্শনের।

টীকা-১১০. নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও সে সাজদা করেনি। সুতরাং হে আদম সন্তানগণ!

টীকা-১১১. এবং তাদের আনুগত্যকেই বেছে নিচ্ছো

টীকা-১১২. যে, তারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের স্থলে শয়তানের আনুগত্যে লিপ্ত হলো!

টীকা-১১৩. অর্থ এই যে, বস্তুসমূহ সৃষ্টি করার মধ্যে আমি একক ও অদ্বিতীয়। না আছে আমার কর্মে কোন শরীক, না আছে আমার কর্মের কোন উপদেষ্টা। অতঃপর আমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা কি ভাবে বৈধ হতে পারে?

وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

না খোদ্ তাদেরকে সৃষ্টিকালে এবং না এ কথা আমার জন্য শোভা পায় যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে বাহু বানিয়ে নেবো (১১৩)।

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫২. এবং যেদিন বলবেন (১১৪), 'আহ্বান করো আমার শরীকদেরকে, যা তোমরা ধারণা করতে!' তখন তারা তাদেরকে আহ্বান করবে। তারা তাদেরকে জবাব দেবে না এবং আমি তাদের (১১৫) মধ্যস্থলে এক ধ্বংসের ময়দান করে দেবো (১১৬)।

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ ع

৫৩. এবং অপরাধীরা দোযখ দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তাতেই পতিত হতে হবে এবং তা থেকে ফেরার কোন স্থান পাবে না।

রুকূ' - আট

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ ক্বোরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উপমা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি (১১৭) এবং মানুষ প্রত্যেক কিছু অপেক্ষা অধিক বিতর্ককারী (১১৮)।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং মানুষকে কোন্ বস্তু এতে বাধা প্রদান করেছে যে, তাঁরা ঈমান আনতো যখন হিদায়ত (১১৯) তাদের নিকট এসেছে এবং আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো (১২০)? কিন্তু এটাই যে, তাদের উপর পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে গৃহীত রীতি আসবে (১২১), কিংবা তাদের উপর বিভিন্ন ধরণের শাস্তি আসবে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. এবং আমি রসূলগণকে প্রেরণ করিনা (১২২), কিন্তু সুসংবাদদাতা ও (১২৩) সতর্ককারী রূপেই এবং যারা কাফির তারা বাতিলের আশ্রয় নিয়ে বিতণ্ডা করে (১২৪) যাতে তা দ্বারা সত্যকে অপসারণ করে দেয় এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যেই ভয়ের বাণী শুনানো হয়েছে (১২৫) সে গুলোকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

৫৭. এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে

টীকা-১১৪. আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে,

টীকা-১১৫. অর্থাৎ প্রতিমাগুলো ও প্রতিমা পূজারীদের অথবা হিদায়তপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্টদের

টীকা-১১৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেন, مَوْبِق (মাওবিক্ব) জাহান্নামের একটা উপত্যকার নাম।

টীকা-১১৭. যাতে তারা বুঝতে পারে ও উপদেশ গ্রহণ করে।

টীকা-১১৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, এখানে 'মানুষ' শব্দ দ্বারা 'নযর ইবনে হারিস' এবং 'বাক-বিতণ্ডা' দ্বারা 'ক্বোরআন পাক সম্বন্ধে তার বিতর্ক করা'ই বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'উবাই ইবনে খালাফ'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকারকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'সমস্ত কাফির'-কেই বুঝানো হয়েছে।

কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত এবং এটাই বিশুদ্ধতর।

টীকা-১১৯. অর্থাৎ ক্বোরআন করীম অথবা সম্মানিত রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক সত্তা

টীকা-১২০. অর্থ এই যে, অজুহাত পেশ করার কোন অবকাশ তাদের জন্য থাকেনি। কেননা, তাদের জন্য ঈমান আনার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

টীকা-১২১. অর্থাৎ ঐ ধ্বংস, যা তাদের অদৃষ্টে নির্ধারিত, সেটার পর,

টীকা-১২২. ঈমানদার ও আনুগত্য-প্রিয় লোকদের জন্য প্রতিদানের,

টীকা-১২৩. বে-ঈমান ও অবাধ্যদের জন্য শাস্তির

টীকা-১২৪. এবং রসূলগণকে নিজেদের মতো মানুষ বলে।

টীকা-১২৫. শাস্তির

وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

নেয় (১২৬) এবং তার হস্তদ্বয় যা অগ্রে প্রেরণ করেছে (১২৭) তা ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরগুলোর উপর আবরণ করে দিয়েছি যাতে ক্বোরআন না বুঝে এবং তাদের কানগুলোতে বধিরতা (১২৮)। আর যদি আপনি তাদেরকে হিদায়তের প্রতি আহ্বান করেন তবুও তারা কখনো সৎপথ পাবে না (১২৯)।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং আপনার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়ালু। যদি তিনি তাদেরকে (১৩০) তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করতেন, তাহলে শীঘ্রই তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতেন (১৩১); বরং তাদের জন্য একটা প্রতিশ্রুতির সময় রয়েছে (১৩২), যার সামনে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবেনা।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৯. এবং এসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি (১৩৩) যখন তারা যুল্‌ম করেছে (১৩৪) এবং আমি তাদের ধ্বংসের একটা প্রতিশ্রুতি রেখেছি।

রুকূ' - নয়

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

৬০. এবং স্মরণ করুন! যখন মূসা (১৩৫) আপন খাদেমকে বললো (১৩৬), 'আমি বিরত হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছবো না যেখানে দু'টি সমুদ্র মিলিত হয়েছে (১৩৭) অথবা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো (১৩৮)।'

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর যখন তারা উভয়ে এই সমুদ্রগুলোর সঙ্গমস্থলে পৌঁছলো (১৩৯) তখন তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো এবং সেটা সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিলো সুড়ঙ্গ করে।

فَلَمَّا جَاوَزَا

৬২. অতঃপর যখন সেখান থেকে অতিক্রম করে গেলো (১৪০), তখন মূসা খাদেমকে

টীকা-১২৬. এবং উপদেশ গ্রহণ করে না এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেনা

টীকা-১২৭. অর্থাৎ অবাধ্যতা, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করা- যা কিছু সে করেছে

টীকা-১২৮. যাতে সত্য কথা না শুনে।

টীকা-১২৯. এটা তাদেরই প্রসঙ্গে, যারা আল্লাহর জ্ঞানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত।

টীকা-১৩০. দুনিয়াতেই

টীকা-১৩১. কিন্তু তাঁর দয়া যে, তিনি অবকাশ দিয়েছেন এবং শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করেন নি

টীকা-১৩২. অর্থাৎ রোজ-ক্বিয়ামত, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের দিন

টীকা-১৩৩. সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং সে সব বস্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ঐসব বস্তি দ্বারা লূত, আদ ও সামূদ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহ বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১৩৪. সত্যকে মান্য করেনি এবং কুফর অবলম্বন করেছে।

টীকা-১৩৫. ইমরানের পুত্র, সম্মানিত নবী, তাওরীত ও সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের ধারক

টীকা-১৩৬. যাঁর নাম ইউশা' ইবনে নূন। যিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সেবায় ও সাহচর্যে থাকতেন, তাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করতেন এবং তারপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

টীকা-১৩৭. পারস্য সাগর ও রোম সাগর পূর্ব-পার্শ্বে আর مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ (বা দু'সমুদ্রের সঙ্গমস্থল) হচ্ছে ঐ স্থান, যেখানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে হযরত খিয্‌র আলায়হিস্ সালামের সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো। এ কারণে, তিনি সেখানে পৌঁছার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। আর বলেছিলেন, "আমি আপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছবো না।

টীকা-১৩৮. যদিও সে স্থানটা দূরে অবস্থিত হয়। অতঃপর এই হযরতদ্বয় রুটি, লবণাক্ত ভূনা মাছ থলের মধ্যে পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়ে রওনা হন।

টীকা-১৩৯. যেখানে একটি চওড়া পাথর ছিলো এবং জীবন-ঝরণা ছিলো। সুতরাং সেখানে উভয় হযরত বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং নিদ্রারত হলেন। ইত্যবসরে, ভূনা মাছটা থলের মধ্যে জীবিত হয়ে গেলো এবং লাফাতে লাফাতে সমুদ্রে পড়ে গেলো আর সেটার উপর দিয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো এবং একটা মেহরাব সদৃশ হয়ে গেলো।

হযরত ইউশা' আলায়হিস্ সালাম জাগ্রত হবার পর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর নিকট সেটার কথা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-১৪০. এবং চলতে থাকেন; শেষ পর্যন্ত পরদিন খাবার সময় এসে উপস্থিত হলো। তখন হযরত

টীকা-১৪১. ক্লান্তিও অনুভূত হচ্ছে, ক্ষুধার যন্ত্রণাও পীড়া দিচ্ছে। এটা যখন 'দু'সমুদ্রের সঙ্গম স্থলে' পৌছেন তখন অনুভূত হয়নি, গন্তব্য স্থান অতিক্রম করে আরো সামনে গিয়ে পৌছলে ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভূত হলো। এতে আল্লাহ্ তা'আলার এ হিকমত ছিলো যে, তাঁরা তখন মাছের কথা স্মরণ করবেন এবং সেটার অনুসন্ধানে গন্তব্য স্থানের দিকে ফিরে আসবেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম একথা বললে খাদেম ক্ষমা চাইলেন এবং

টীকা-১৪২. অর্থাৎ মাছ

টীকা-১৪৩. মাছ চলে যাওয়াই তো আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের নিদর্শন হয়েছে এবং যাঁর সন্ধানে আমরা চলেছি তাঁর সাক্ষাৎ সেখানেই হবে।

টীকা-১৪৪. যিনি চাদর মুড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি হযরত খিয্র ছিলেন। (আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলায়হিস সালাতু ওয়াস্ সালাম।)

'খিয্র' (خضـــر) শব্দটা অভিধানে তিনটা 'রূপে' এসেছে। যথা–

১) خِضْـر (خ তে كسره বা 'যের' ও ض-এ سكون বা 'জযম' সহকারে; 'খিয্র'।)

২) خَضِـر (خ তে فتحه বা 'যবর' ও ض-এ كسره বা 'যের' সহকারে; 'খাযির'।)

৩) خَضْر (خ তে فتحه বা 'যবর' ও ض-এ سكون বা জযম সহকারে 'খায্র'।)

قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ۡ لَقَدۡ لَقِیۡنَا مِنۡ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

বললো, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আনো, নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরে বড় কষ্টের সম্মুখীন হলাম (১৪১)।'

قَالَ اَرَءَیۡتَ اِذۡ اَوَیۡنَاۤ اِلَی الصَّخۡرَةِ فَاِنِّیۡ نَسِیۡتُ الۡحُوۡتَ ۫ وَمَاۤ اَنۡسٰنِیۡهُ اِلَّا الشَّیۡطٰنُ اَنۡ اَذۡكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِیۡلَهٗ فِی الۡبَحۡرِ ٭ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. বললো, 'ভালো, দেখুন তো!' যখন আমরা ঐ শিলাখণ্ডের নিকট আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন নিশ্চয় আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমাকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছিলো সেটার কথা উল্লেখ করতে এবং সেটা (১৪২) তো সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিয়েছে, আশ্চর্যজনকভাবে।'

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبۡغِ ٭ۖ فَارۡتَدَّا عَلٰۤی اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

৬৪. মূসা বললো, 'এটারইতো আমরা অনুসন্ধান করছিলাম (১৪৩)।' অতঃপর তারা ফিরে নিজেদের পদচিহ্ন ধরে চলে গেলো।

فَوَجَدَا عَبۡدًا مِّنۡ عِبَادِنَاۤ اٰتَیۡنٰهُ رَحۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا وَعَلَّمۡنٰهُ مِنۡ لَّدُنَّا عِلۡمًا ﴿٦٥﴾

৬৫. অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেলো (১৪৪), যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছি (১৪৫) এবং তাকে আপন 'ইলমে লাদুন্নী' দান করেছি (১৪৬)।

قَالَ لَهٗ مُوۡسٰی هَلۡ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤی اَنۡ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمۡتَ رُشۡدًا ﴿٦٦﴾

৬৬. তাকে মূসা বললো, 'আমি কি তোমার সাথে থাকবো এ শর্তে যে, তুমি আমাকে শিক্ষা দেবে ভাল কথা, যা তোমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে (১৪৭)?'

قَالَ اِنَّكَ لَنۡ تَسۡتَطِیۡعَ مَعِیَ صَبۡرًا ﴿٦٧﴾

৬৭. বললো, 'আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না (১৪৮)।

এটা হচ্ছে উপাধি। এ উপাধির কারণ এ ছিলো যে, তিনি যেখানে বসতেন অথবা নামায আদায় করতেন সেখানে ঘাস শুষ্ক থাকলেও তা সবুজ ও সজীব হয়ে যেতো। তাঁর নাম 'বল্ইয়া ইব্ন মালিকান' এবং 'কুনিয়াত' (উপনাম) 'আবুল আব্বাস'।

একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, তিনি বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে ছিলেন। অপর এক অভিমতে, তিনি শাহজাদা হন। তিনি পার্থিব মায়া ত্যাগ করে সংসারে অনাসক্ত খোদাপ্রেমিক বুযর্গের (زاهــد) জীবন অবলম্বন করেন।

টীকা-১৪৫. এই 'অনুগ্রহ' (رحـمة) দ্বারা হয়ত 'নবূয়ত'-এর কথা বুঝানো হয়েছে অথবা 'ওলীত্ব' (ولايت) কিংবা 'জ্ঞান' অথবা 'দীর্ঘ জীবন'-এর কথা বুঝানো হয়। তিনি তো নিঃসন্দেহে ওলী। তবে তাঁর নবূয়তের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

টীকা-১৪৬. অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান। তাফসীরকারকগণ বলেন, 'ইলমে লাদুন্নী' হচ্ছে ঐ বিশেষ জ্ঞান যা বান্দার নিকট 'ইলহাম' (স্বর্গীয় প্রেরণা) সূত্রে অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে আছে– যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম হযরত 'খিয্র' (আলা নবীয়্যিনা ওয়া আলায়হিস্ সালাম)-কে দেখলেন যে, তিনি সাদা চাদর মুড়িয়ে আছেন, তখন তিনি তাঁকে সালাম করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের ভূ-খণ্ডে সালাম কোথায়?" তিনি বললেন, "আমি মূসা হই।" তিনি বললেন, "বনী ইস্রাঈলের মূসা?" তিনি বললেন, "জ্বী-হাঁ।" অতঃপর

টীকা-১৪৭. মাস্আলা" এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের সর্বদা জ্ঞানের অন্বেষণে থাকা উচিত, সে যতো বড় জ্ঞানীই হোক না কেন।

মাস্আলাঃ এ কথাও জানা যায় যে, যাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করবে তাঁর সামনে নম্রতা ও শিষ্টাচার সহকারে হাযির হওয়া উচিত। (মাদারিক)

হযরত 'খিয্র' হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের প্রশ্নের জবাবে

টীকা-১৪৮. হযরত খিয্র এটা এ জন্যই বলেছিলেন যে, তিনি জানতেন যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম (বাহ্যিকভাবে) অগ্রহণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি

দেখতে পাবেন। আর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পক্ষে একথা অসম্ভবই যে, তাঁরা অগ্রহণযোগ্য কার্যাদি দেখে নীরবে সহ্য করতে পারবেন। অতঃপর হযরত খিযর আলায়হিস্ সালাম এ ধৈর্য পরিহার করার যুক্তিসঙ্গত কারণও নিজেই বলে দিলেন এবং বললেন

টীকা-১৪৯. বাহ্যিকভাবে তা নিষিদ্ধ বিষয়াদিই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, হযরত খিযর আলায়হিস্ সালাম হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বললেন, এক প্রকার জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমনি প্রদান করেছেন, যা আপনি জানেন না। আর এক প্রকার জ্ঞান আপনাকে এমনি দান করেছেন,যা আমি জানিনা।"

তাফসীরকারক ও হাদীস বিশারদগণ বলেন, "যে জ্ঞান হযরত খিযর আলায়হিস্ সালাম নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে 'ইলম-ই-বাতিন' ও 'মুকাশাফাহ্' (علم باطن ومكاشفه যথাক্রমে, গোপন তত্ত্বজ্ঞান ও সৃষ্টির রহস্যাদি অন্তর-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হওয়া')। বস্তুতঃ এটা কামিল ব্যক্তিবর্গের জন্য মহত্বের কারণ। সুতরাং বর্ণিত হয় যে, হযরত সিদ্দীক্ব-এর নামায ইত্যাদি সৎ কাজের ভিত্তিতে সাহাবা কেরামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নয়; বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঐ বস্তুর কারণে, যা তাঁর বক্ষে রয়েছে অর্থাৎ 'ইলম-ই-বাতিন' ও 'ইলম-ই-আসরার' (علم باطن وعلم أسرار) যথাক্রমে, 'গোপন তত্ত্বজ্ঞান' ও 'রহস্যজ্ঞান')। কেননা, যেসব কর্ম সম্পন্ন হবে তা কোন গূঢ় রহস্য থেকে হবে; যদিও তা বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে অন্যায় মনে হয়।

টীকা-১৫০. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ওস্তাদ (মুর্শিদ)-এর প্রতি শাগরিদ ও শিষ্যের আদবসমূহের মধ্যে এ কথাও অন্তর্ভুক্ত যে, সে শায়খ বা ওস্তাদের কার্যাদির উপর অভিযোগের মুখ খুলবে না; বরং এ কথার অপেক্ষায় থাকবে যে, তিনি নিজেই সেটার হিকমত বা রহস্য প্রকাশ করবেন। (মাদারিক ও আবুস্ সাউদ)।

টীকা-১৫১. এবং নৌকার আরোহীগণ হযরত খিযর আলায়হিস্ সালামকে চিনতে পেরে কোন বিনিময় ব্যতীতই আরোহণ করিয়ে নিলো।

টীকা-১৫২. দাঁড় কিংবা কুড়াল দিয়ে সেটার একটি কিংবা দু'টি তক্তা উপড়ে ফেললেন, কিন্তু এতদ্‌সত্বেও পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি।

টীকা-১৫৩. হযরত খিযর।

টীকা-১৫৪. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম

টীকা-১৫৫. কেননা, ভুলের জন্য শরীয়তে পাকড়াও নেই

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ নৌকা থেকে নেমে একটা স্থান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে ছেলেরা খেলাধূলা করছিলো!

টীকা-১৫৭. যে তাদের মধ্যে সুন্দর ছিলো এবং বয়োপ্রাপ্ত হয়নি। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, 'যুবক' ছিলো এবং রাহাজানি করতো।

টীকা-১৫৮. যার কোন পাপ প্রমাণিত হয়নি। ★

৬৮. এবং ঐ কথার উপর কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন যাকে আপনার জ্ঞান পরিবেষ্টন করেনি (১৪৯)?'

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

৬৯. বললো, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে এবং আমি তোমার কোন নির্দেশের বিরোধিতা করবো না।'

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾

৭০. বললো, 'তাহলে যদি আপনি আমার সাথে থাকেন, তবে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে সেটা উল্লেখ করবো না (১৫০)।

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

রুকূ' - দশ

৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো (১৫১), তখন ঐ বান্দা সেটাকে ছেদ করে দিলো (১৫২)। মূসা বললো, 'তুমি কি এটা এ জন্য ছেদ করেছো যে, এর আরোহণকারীদেরকে নিমজ্জিত করে দেবে? নিঃসন্দেহে, তুমি এটাতো মন্দ কাজই করেছো (১৫৩)।'

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

৭২. বললো, 'আমি কি বলছিলাম না যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না (১৫৪)?'

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭৩. বললো, 'আমাকে আমার ভুলে যাবার জন্য পাকড়াও করোনা (১৫৫) এবং আমার উপর আমার কাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করো না।'

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো (১৫৬); শেষ পর্যন্ত যখন একটা বালকের সাথে সাক্ষাৎ হলো (১৫৭) তখন ঐ বান্দা তাকে হত্যা করে ফেললো। মূসা বললো, 'তুমি কি একটি নির্দোষ প্রাণ (১৫৮) অন্য কোন প্রাণের বদলে ব্যতীতই হত্যা করে ফেললে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় কাজ করেছো।' ★

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

★ পঞ্চদশ পারা সমাপ্ত।